চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 10 June, 2020 ■ আগরতলা, ১০ জুন, ২০২০ ইং ■ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ট্রেনে ফেরত নাগরিকদের মধ্যে সংক্রমণের হার বেশি, সকলের নমুনা পরীক্ষার সিদ্ধান্ত, নতুন আক্রান্ত ২৬

রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু মৃতদেহ সংকারে বাধা বটতলা মহাশ্মশানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত প্রথম মৃত্যু হয়েছে একজনের। চাচুবাজারের বাসিন্দা করোনা সংক্রমিতের আজ মঙ্গলবার মৃত্যু হয়েছে। তবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আগেই তিনি উচ্চরক্তচাপজনিত রোগে ভুগছিলেন। তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। এদিকে, মৃত ব্যক্তির দেহ সংকারের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। বটতলা মহাশ্মশানে মৃতদেহ সংকার করতে দেওয়া হবে না বলে এলাকার কিছু লোক সোচ্চার হন। এদিন সন্ধ্যার পর মহাশ্মশানের মূল ফটকে তালা দিয়ে দেয়া হয়। সেই সাথে এলাকার পুরুষ মহিলা রাস্তায় অবরোধ করেছে। তাদের বক্তব্য বটতলা মহশ্মশানে মৃতদেহ সৎকার করেত দেওয়া হবে না। জানা গিয়েছে, মৃতদেহ জিবি হাসপাতালের মর্গেই রাখা হয়েছে। এর আগেও এক করোনা আক্রান্ত আত্মঘাতী মহিলার মৃতদেহ সৎকার নিয়েও প্রশাসনকে রীতিমতো কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সিধাই মোহনপুর থানাধীন চাচুবাজার এলাকার ৪৮ বছর বয়সি এক ব্যক্তির কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ আসার পর গত ৩ জুন তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। করোনা-য় আক্রান্ত হওয়ার আগেই তিনি উচ্চরক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। ফলে, তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করে চিকিৎসা শুরু হয়।

তাঁর ছেলে বেঙ্গালুরু থেকে ফিরেছেন। কিন্তু তাঁর ছেলে করোনা আক্রান্ত নন। ফলে, তিনি কীভাবে করোনায় আক্রান্ত হলেন সেই রহস্য এখনও ভেদ হয়নি। চাচুবাজার অঞ্চলকে করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর জন্য মৃতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সম্ভবত, আজকেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

বহিঃরাজ্য থেকে আগত সমস্ত ট্রেন যাত্রীদের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। কারণ, ট্রেন যাত্রীদের মধ্যে সংক্রমণের হার বেশি রয়েছে। এদিকে, আজ নতুন করে ২৬ জনের দেহে করোনা সংক্রমণ মিলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ রাতে টুইট করে জানান, আজ ১৪৫০টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তাতে, ২৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে সিপাহীজলা জেলায় ১৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ৬ জন এবং খোয়াই জেলায় ২ জন করোনা আক্রান্ত রয়েছেন। সব মিলিয়ে ত্রিপুরায় ৮৬৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে, আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, চুড়াইবাড়ি দিয়ে ১৫,৫২৩ জন ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ৪,৩৯৯ জন হটস্পট থেকে এসেছেন। চুড়াইবাড়ি দিয়ে প্রবেশ করা সকলের মধ্যে ৬,৭৪০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি আরো জানান, ট্রেনে বহিঃরাজ্য থেকে ১৪,৮৫৭ জন ত্রিপুরায় এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ৮,২০৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। ৫৬২ জনের কোবিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এদিকে, বিমানে ৪,০৯৭ জন যাত্রী এসেছেন এবং তাদের মধ্যে ৯৬২ জনের নমুনা নেওয়া হয়েছিল। ৩৪ জনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির মৃতদেহ সংকারে বাধা দিতে বটতলা মহাশ্মশানে যাওয়ার রাস্তা অবরোধ।

রত্না গোপ হত্যায় স্বামীর শাস্তির দাবীতে মহিলা কমিশনে ডেপুটেশন স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। মধ্যবয়সী মহিলা রত্না গোপের হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত স্বামী মানিক গোপের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হল এলাকাবাসী। এই দাবি নিয়ে মঙ্গলবার ডেপুটেশন প্রদান করা হয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীর কাছে।

উল্লেখ্য, গত ১লা জুন বিকেলে রাজধানী সংলগ্ন ডুকলি স্কুলের পাশে নিজ বাড়িতে নৃশংসভাবে খুন হন রত্না গোপ। খুনের খবর পেয়ে এসডিপিও অনির্বাণ দাসের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছিল এই খুনের পেছনে রয়েছে মৃতার স্বামী মানিক গোপ। কিন্তু ঘটনার পরই সে পালিয়ে যায়। পরবর্তী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা রোগীদের আনতে গিয়ে অসুস্থ হলেন দুই এম্বুলেন্স চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ জুন।। মঙ্গলবার দিনের জন্য রীতিমতো চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বাড়ি থেকে করোনা পজিটিভ আক্রান্ত ৩ রোগীকে কোভিড কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার আগে মাত্র কিছু সময়ের ব্যবধানে পরপর শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়লো দুই এম্বুলেন্স চালক। পরবর্তী সময়ে অসুস্থ চালকদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক। মঙ্গলবার দুপুরে বিশালগড় মহকুমার রঘুনাথপুর এলাকায় এই ঘটনায় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে এই এলাকার ৩ ব্যক্তির শরীরে করোনা পজিটিভ সংক্রমণ ধরা পড়ে। সেই খবর আসার পরই মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে রোগীদের চিহ্নিত করে লালসিংমুড়া কোভিড কেয়ার সেন্টারে আনার ব্যবস্থা করা হয়। এরআগে এম্বুলেন্স চালক পিপিই কিট পড়ে রোগীদের নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় আচমকা অসুস্থ হয়ে পরে সে। হঠাৎই অজ্ঞান হয়ে যায় চালক। যথারীতি এই ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছান বিশালগড়ের এসডিএমও জে এম দাস। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সঙ্গে সঙ্গে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৫ দিনের মধ্যে নিজ শহরে ফেরত পাঠাতে হবে পরিযায়ী শ্রমিকদের : শীর্ষ আদালত

সুপ্রিম কোর্টের রায় কার্যকরের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্ত দায়ভার নেবে ত্রিপুরা সরকার। তাঁরা বাড়ি ফিরতে চাইলে, সেই ব্যবস্থা করা এবং বহিঃরাজ্য থেকে করোনা-র জন্য চাকরি ছেড়ে এসেছেন তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, সবই দেখবে রাজ্য সরকার। সেই মোতাবেক আজ মঙ্গলবার ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা সুপ্রিম কোর্টের রায় কার্যকরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব টুইট বার্তায় জানান, বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরায় ফেরত পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে গুচ্ছ প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। তাঁর কথায়, এখন পর্যন্ত ১৫,৮৬৫ জন পরিযায়ী শ্রমিক বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরায় ফিরেছেন। তাঁদের জন্য রাজ্যভিত্তিক, জেলাস্তরে এবং ব্লকস্তরে হেল্পডেস্ক খোলা হবে এবং তাঁদের দক্ষতা অনুযায়ী নথিভুক্ত করা হবে। তাঁর দাবি, তাঁদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম, স্বাবলম্বন, মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইসেস, ন্যাশনাল আরবান লিভলিহুড মিশন, ত্রিপুরা রুরাল লিভলিহুড মিশন, এসসি, এসটি, ওবিসি, সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প, রেগা, ত্রিপুরা আরবান এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা এবং দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনায় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, ত্রিপুরা সম্ভবত প্রথম রাজ্য, সুপ্রিম কোর্টের রায় সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করছে। আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় হুবহু কার্যকরে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এদিকে, পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থে বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলিকে কড়া নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত সমস্ত রাজ্য সরকারগুলিকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, ১৫ দিনের মধ্যে নিজ নিজ শহরে ফেরত পাঠাতে হবে পরিযায়ী শ্রমিকদের। পাশাপাশি করোনাভাইরাস-সংক্রমণ রুখতে লাগু হওয়া লকডাউনের নিয়মভঙ্গের জন্য যে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে, ২০০৫ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আইনের অধীনে তা তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

নির্দেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিত করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে সুচারু পদ্ধতিতে একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লুঙ্গিডান্সের তালে উদ্যাম নৃত্য করোনা আক্রান্তদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। লুঙ্গি ডান্সের তালে উদ্যাম নৃত্যে মজলেন করোনা আক্রান্তরা। মঙ্গলবার হাপানিয়ায় কোভিড কেয়ার সেন্টারে করোনা আক্রান্ত যুবকরা লুঙ্গি ডান্সের তালে নাচলেন। এই ভিডিও তাদের মধ্যেই এক করোনা আক্রান্ত তার ফেইসবুক পেইজে দেওয়ার মুহুর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। ফেইসবুকে দেওয়া হয়নি উচিৎ হয়নি অনুভব করতে পেরে ওই করোনা আক্রান্ত যুবক ভিডিওটি মুছে দেন। কিন্তু, ততক্ষণে রাজ্যের আনাচে কানাচে ওই ভিডিও পৌঁছে গিয়েছে।

কোভিড কেয়ার সেন্টারে করোনা আক্রান্ত রোগীদের নাচ দেখে নেটিজেনদের মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই তাদের এই নাচ সমর্থন করেছেন। আবার অনেকে তাদের এই কাজের জন্য বিদ্রুপও করেছেন। একাংশ নেটিজেনদের বক্তব্য করোনাকে জয় করার আনন্দে মেতে উঠেছেন যুবকরা। শুধু তাই নয়, ওই যুবকরা নাচ প্রদর্শন করে ইমিউনিটি পাওয়ারের প্রমাণ রাখছেন। নেটিজেনদের মতে হতাশা দূর করার জন্য ওই যুবকরা গানের তালে নেচে উঠেছেন।

তবে, এর উল্টো প্রতিক্রিয়াও দেখা গিয়েছে নেটিজেনদের কলমে। একাংশ নেটিজেন মনে করেন, দেশ করোনা আতঙ্কে জুবুথুবু। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় বাড়ছে চুরি উদ্বিগ্ন জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। লকডাউনের মধ্যেই একের পর এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে রাজধানীর বুকে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর টহলদারির মধ্যেও জনবহুল এলাকাগুলিতে কদিন পরপর হানা দিচ্ছে চোরের দল। এরমধ্যে মঙ্গলবার ফের কৃষ্ণনগর ব্যানার্জী পাড়া এলাকায় এক বাড়িতে আরো একটি রোমহর্ষক চুরির ঘটনা হল।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির মালিক মীরা দেব ও তার ছেলে সকাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের জন্য দোষীদের চিহ্নিত করতে তদন্ত কমিশন গঠনে সায় রাজ্য মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। ত্রিপুরায় ১০৩২৩ জন শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের জন্য কারা দায়ী, খুঁজে বের করতে কমিশন গঠনে সম্মতি দিল ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক গৌতম দেবনাথকে কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হবে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হবে তাঁকে। প্রসঙ্গত, ১০৩২৩ ইস্যুতে গত ২৩ মার্চ বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী তদন্ত কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ওই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে কমিশন গঠন করা হবে। ১০৩২৩ শিক্ষকরা আজ কাদের জন্য বিপন্ন হয়েছেন, ওই কমিশন তাঁদের খুঁজে বের করবে।

বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের অন্তিম দিনে উল্লেখপর্বে মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়ের ১০৩২৩ শিক্ষকদের অশিক্ষক পদে নিয়োগ নিয়ে নোটিশের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, আদালতের মতামত জানার জন্য ত্রিপুরা সরকার সুপ্রিমকোর্টে আপিল করবে। তবে বাঁকাপথে কীভাবে তাঁদের চাকরি হয়েছিল তা খুঁজে বের করা খুবই জরুরি। তাঁর কথায়, ১০৩২৩ জন শিক্ষক আজ বিপন্ন। কিন্তু যাঁদের অপকর্মের জন্য ওই সব শিক্ষকের সর্বনাশ হয়েছে তাঁদের শাস্তি হওয়া উচিত। তাঁর প্রশ্ন, কেন ওই শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হয়েছে তার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা দরকার। তাই তিনি কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন। এতে দোষীদের খুঁজে বের করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষামন্ত্রীর ওই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি কালবিলম্ব দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে কমিশন গঠনে সম্মতি দিয়েছিলেন। শীঘ্রই কমিশন গঠন করা হবে বলেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ১০৩২৩ জন শিক্ষককে নিয়োগ করার সময় তৎকালীন বাম সরকারের নিয়োগ নীতি ছিল। কিন্তু, নিয়োগ নীতির বলে যেমন খুশি নিয়োগ করা যায় না। তাই, ওই চাকরি বাতিলের জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, সুপ্রিমকোর্ট ওই নিয়োগ অবৈধ বলে রায় দিয়েছে। ফলে তার জন্য যাঁরাই দায়ী তাঁদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হবে।

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আজ ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি কেন বাতিল হয়েছে, কোথায় গলদ ছিল, কার জন্য ওই সকল শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন তা খুঁজে বের করতে তদন্ত কমিশনে সম্মতি দিয়েছে। সে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী দশম পড়ুয়া ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ জুন।। দশম শ্রেণির পড়ুয়া এক ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। মঙ্গলবার বিশালগড়ের রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তেবারিয়া এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে দমকল কর্মীরা এই নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই ছাত্রীর আত্মহত্যার কারণ কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না। দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্রীর নাম দেবশ্রী রায়। কড়ইমুড়া দ্বাদশ বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল সে। পড়াশুনায় দেবশ্রী খুব ভালো ছিল। তার মা রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য।

দেবশ্রীর মা বলেন, প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি দেবশ্রী ফাঁসিতে ঝুলে রয়েছে। তখন তিনি চিৎকার দিয়ে মেয়েকে নীচে নামিয়ে ফেলেন। তিনি জানান, তখনও মেয়ের দেহে প্রাণ ছিল। কিন্তু হাসপাতালে আনার পথে সে মারা যায়। ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ওই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

বটতলা ব্রিজের কাছে মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। ফর একবার রাজধানীর বুকে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য। শুধু লকডাউনের মধ্যেই শহর এবং আশপাশ এলাকায় এধরণের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেল। এবার বটতলা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে এক বয়স্ক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃতদেহ।

ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় মানুষ জানায়, মঙ্গলবার বিকেলে সেই জায়গায় দীর্ঘ সময় ধরে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রথমে কোন ভবঘুরে শুয়ে রয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু পাশে গিয়ে সেই ব্যক্তির কোন সাড়া শব্দ পাওয়া না যাওয়ায় বটতলা ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি পরিচিত কিছু মানুষ সেই ব্যক্তির বাড়িতে খবর দেয়। খবর পেয়ে মৃত ব্যক্তির ছেলে ঘটনাস্থলে আসে। প্রাথমিক তদন্তের পর দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ও তাঁর মা

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি. স.)।। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বিজেপি নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। দিল্লির ম্যাক্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে, সেখানে চিকিৎসা চলছে। তাঁর মা মাধবী রাজে সিন্ধিয়াও করোনায় আক্রান্ত বলে জানা গিয়েছে। তবে তাঁর এখনও পর্যন্ত কোনও উপসর্গ দেখা না গেলেও দুজনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মধ্যপ্রদেশের ২৪ টি আসনে উপনির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র লকডাউনের সময় দিল্লিতে ছিলেন। লকডাউন খোলার পরে উপ-নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য তিনি গোয়ালিয়রে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার জানা গেল, শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সোমবার তাঁকে দিল্লির ম্যাক্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এবং নমুনা পরীক্ষা করার পর জানা গেছে তিনি এবং তাঁর মা দুজনেই করোনায় আক্রান্ত। দুজনই বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি এবং চিকিৎসাধীন রয়েছে। জানা গেছে যে সিন্ধিয়া এবং তার মা করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরে তাদের পুরো পরিবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার অধীনে রয়েছে এবং কীভাবে তাঁরা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

১৯৮০ সালের দাঙ্গা, নেপথ্যে কে? তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি আমরা বাঙালির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। ১৯৮০ সালে জুনে সংগঠিত দাঙ্গার নেপথ্যে কারা, তা খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি। দলের বক্তব্য, মিজোরামের রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনে ৬০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ দেওয়া হচ্ছে। অথচ, দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালিরা আজও বিচারের অপেক্ষায়। তাঁরা সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধেই আজ আমরা বাঙালি গর্জে উঠেছে বলে দাবি করেছে দল।

আজ মঙ্গলবার আগরতলায় এই রাজনৈতিক দলের মুখ্য কার্যালয়ের সামনে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। তাতে আমরা বাঙালির কর্মকর্তারা অংশ নিয়েছেন। দলের জনৈক সদস্য এদিন বলেন, ত্রিপুরায় ১৯৮০ সালের জুন মাসে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল। পরিকল্পিতভাবে হাজার হাজার মানুষ বলি দেওয়া হয়েছিল।

দলীয় কার্য্যালয়ের সামনে প্লেকার্ড নিয়ে আমরা বাঙালির রাজ্য নেতৃত্ব। ছবি নিজস্ব।

লেম্বুছড়া, মান্দাই দিয়ে শুরু দাঙ্গা সারা ত্রিপুরায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, ওই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় প্রচুর মানুষ খুন হয়েছিলেন। জনজাতি-বাঙালি উভয় অংশের মানুষ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছিল, মৃতদেহের গণ-কবর দেওয়া হয়েছিল।

তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ওই দাঙ্গার আজও বিচার হয়নি। শুধু তা-ই নয়, পরবর্তী সময়ে উগ্রপন্থী হামলায় বহু বাঙালি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর কথায়, ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় বহু নিরীহ মানুষ স্বজন হারিয়ে, ভিটেমাটি ছাড়া হয়েও আজ পর্যন্ত বিচার পাননি। তাই, উচ্চ আদালতের কর্মরত বিচারপতিকে দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠনের দাবি জানাচ্ছি। ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি হোক, চাইছি।

এদিন তিনি বলেন, অতীতে বাঙালিরা নানাভাবে বঞ্চিত হয়েছেন। আজও বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁর কথায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালির বিরাট অবদান রয়েছে। অথচ, তার মূল্যায়ন আজও কেউ করেননি। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, মিজোরাম থেকে আগত রিয়াং শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনে ৬০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে। অথচ, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৩৭ ◘ ১০ জুন ২০২০ ইং ◘ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ম্যালেরিয়া ও আন্ত্রিকের থাবা

ইহাইকেই বোধহয় বলে মরার উপর খাড়ার ঘা। বিশ্ব জুড়িয়া যখন করোনার থাবায় লন্ডভন্ড কান্ড তখন এই ত্রিপুরার গন্ডাছড়ায় ম্যালেরিয়ার থাবায় আক্রান্ত হইয়াছেন অনেকেই। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হইয়াছেন তিনজন। তাঁহাদের মধ্যে দলপতি এডিসি ভিলেজের হাতি মাথা এলাকার দুইজন এবং টিএসআর ৯২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের নবকুমার পাড়া ক্যাম্পের এক জওয়ান রহিয়াছেন। তাহারা সবাই গত শনিবার জ্বর নিয়া মহকুমা হাসপাতালে আসে এবং রক্ত পরীক্ষার পর ম্যালেরিয়ার জীবানু ধরা পড়ে। প্রতি বছর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করিয়া পাহাড়ি জনপদে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এই আক্রমণে বহু লোকের প্রাণহানিও ঘটে। অবশ্য বিগত বছরের তুলনায় এই বছর আক্রমণ কিছুটা কম। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া, রইস্যাবাড়ি, ছাওমনু প্রভৃতি এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ লক্ষ্য করা যায়। প্রতি বছর এইসব এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। কিন্তু, করোনার কারণে এই বছর স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক শিবর করা হয় নাই।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াই জারী থাকিবে। এক্ষেত্রে ঢিলেঢালা অবস্থা কেউ বরদাস্ত করিবে না। কিন্তু, তাই বলিয়া ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সতর্কতা ও তাহা প্রতিহত করিতে উদ্যোগহীনতা জনমনে উদ্বেগ ও উৎকন্ঠা বাড়াইতেছে। রাজ্যের বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় প্রতিবছরই ম্যালেরিয়া থাবা বসায়। শুধু ম্যালেরিয়া নহে ডায়রিয়া আন্ত্রিকের আক্রমণে অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়েন। আন্ত্রিক প্রবন এলাকায় শুদ্ধ পানীয় জলের অভাব সমস্যাকে বাড়াইয়া চলে। এই মরশুমে রাজ্যের খরা প্রবণ এলাকায় ছড়া ও নদীর জল শুকাইয়া জলের অভাব রাজ্যের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকায় আন্ত্রিকের থাবা বিস্তার করে। পানীয় জল ছাড়াও গ্রাম পাহাড়ে খাদ্য সংকটও আছে। কাজের অভাব সংকটকে আরও ত্বরান্বিত করিয়াছে। ফলে, ক্ষুধার্ত মানুষ বনের বিষাক্ত ফলমূল খাইয়াও রোগে আক্রান্ত হন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের পাহাড়ি জনপদে করোনার মোকাবেলার সঙ্গে সঙ্গে এইসব নানা রোগ শোকে লুটাইয়া পড়ে বহু মানুষ।

ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষের বাস গ্রাম পাহাড়ে। গ্রাম বাঁচিলে তবেই দেশ বাঁচিবে। এই মুহুর্তে বর্ষার আগমনের বার্তা সূচিত হইয়াছে। ঝড় বৃষ্টিতে এমনিতেই ত্রিপুরাও আক্রান্ত। এই পরিস্থিতি এমনই যে, গ্রাম পাহাড়ে মানুষের মাথার উপর আচ্ছাদনও বিধ্বস্ত। রাজ্য সরকার তাহাদের মাথা গুঁজিবার উপায় কতখানি দিতে পারিয়াছেন তাহা নিয়াও প্রশ্ন উঠিয়াছে। করোনার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ চলিবে। কিন্তু, তাই বলিয়া ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক ইত্যাদি মারণ রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করা যাইবে না। এক সময় ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়ায় বহু মানুষের জীবন হানি ঘটাইত। তাহা এখন নাগালের মধ্যেই আসিয়াছে। এখন ম্যালেরিয়া নির্মূল অভিযান অনেকটাই সফল বলা যাইতে পারে। ম্যালেরিয়াকে যাহাতে চিরতরে নির্মূল করা যায় সেই লড়াইয়ে জোর দিতে হইবে। গ্রাম ত্রিপুরা ও পাহাড়ি জনপদকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করার প্রয়াস জারী রাখিতে হইবে। এক্ষেত্রে কোনও রকম শৈথল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হইবে না। করোনার সঙ্গে ম্যালেরিয়া আন্ত্রিকের বিরুদ্ধে জোর লড়াই স্বস্তি আনিতে পারে।

মাল ব্লকে করোনা আক্রান্ত আরও ৩

মালবাজার, ৯ জুন (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের গ্রামীণ এলাকার আরও তিনজনের দেহে করোনা সংক্রমণের হদিস মিলল।

ব্লক প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওদলাবাড়ি জেলা পরিষদ কমিউনিটি হল কোয়ারান্টিন কেন্দ্রে থাকা এক যুবকের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। তাঁকে জলপাইগুড়ির কোভিড হাসপাতালে পাঠানো হয়। তাঁর বাড়ি মাল ব্লকেরই একটি চা বাগান এলাকায় বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

তবে কোয়ারান্টিন কেন্দ্রে থাকায় ওই যুবক ভিনরাজ্য থেকে আসার পর বাড়িতে ফেরেননি। অন্যদিকে ডামডিম এবং ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একজন যুবতী এবং একজন যুবকের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। এরা দুজন যথাক্রমে ময়নাগুড়ি এবং মেটেলি ব্লক কোয়ারান্টিন কেন্দ্রে ছিলেন। তবে কেন্দ্রে থাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এরা বাড়িতে ফেরেন। হোম কোয়ারান্টিনে থাকাকালীন এদের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে। স্বাস্থ্য বিভাগ এই দুজনকেই জলপাইগুড়ি জেলার কোভিড হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছে। এর পূর্বে সোমবার রাতেও ওদলাবাড়ি কোয়ারান্টিন কেন্দ্রে থাকা এক যুবকের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছিল। তাঁর বাড়ি রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তাঁকে রাতেই জলপাইগুড়ির কোভিড হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সব মিলিয়ে মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত মাল ব্লকের গ্রামীণ এলাকায় ১৮ জনের দেহে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ল। এছাড়া মাল শহরের একজন গৃহবধূ এবং একজন স্বাস্থ্যকর্মীরও করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এরা প্রত্যেকেই কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দেগঙ্গায় বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণে জখম ৪ দুষ্কৃতী, চাঞ্চল্য এলাকায়

বারাসত, ৯ জুন (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা আকুঞ্জি পাড়া এলাকায় বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণে জখম ৪। ঘটনাস্থল থেকেই রক্তাক্ত অবস্থায় আটক করা হয়েছে এক দুষ্কৃতীকে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বোমা তৈরির সামগ্রী।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দেগঙ্গার বেড়াচাঁপা আকুঞ্জি পাড়া এলাকায় বোমা বাঁধছিল ৪ দুষ্কৃতী। আচমকাই বিকট শব্দে ফেটে যায় বোমা। তীব্রতায় গুরুতর জখম হয় ৪ জনই। শব্দে ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয়রা। দেগঙ্গা থানার আইসির নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। জখম অবস্থাতেই ৩ দুষ্কৃতী এলাকা থেকে চম্পট দিতে সক্ষম হলেও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় একজন। পুলিশের তরফেই তাকে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভরতি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে পাঠানো হয়েছে বারাসত হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বোমা তৈরির সরঞ্জাম, একটি মোবাইল ও মোটরসাইকেল। এই ঘটনার সাথে আর কারা জড়িত আছে তা জানতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সলপে কোয়ারেন্টিন নিয়ে সংঘর্ষে আক্রান্ত পুলিশ, গ্রেফতার ৩ সিপিএম সদস্য

কলকাতা, ৯ জুন (হি. স.) : সোমবার রাতে হাওড়ার সলপে একটি পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারকে একটি স্কুলে কোয়ারেন্টিন করে রাখার বিষয় নিয়ে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, সিপিএমের উস্কানিতে সেখানে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এর পাশাপাশি পুলিশের ওপরেও হামলা চালানো হয়। সেই ঘটনার জেরেই আজ সকালে গ্রেফতার করা হল ৩জন সক্রিয় সিপিএম সদস্যকে।

ধৃতদের মধ্যে একজন আবার দলের জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য। জানা গিয়েছে, হাওড়া শহরের পাশে ডোমজুড় ব্লকের সলপে ঝাড়খণ্ড থেকে আসা এক পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে স্থানীয় বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন স্কুলে কোয়ারেন্টিন করে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জেলা প্রশাসন। সোমবার রাত দশটা নাগাদ ওই পরিবারটিকে স্কুলে ঢোকানোর সময় হঠাৎই সেখানে বিক্ষোভ দেরখানোর পাশাপাশি পুলিশকে সেই কাজে বাধা দিতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। তা নিয়েই রাতে উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়।

সব দোষ পরিযায়ীদের, এটাই তো ভাবতে শেখায় এ দেশের রাজনীতি, আমাদের সমাজ

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

ভারতে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে প্রতিদিনই। সংক্রমণ যে হারে বেড়ে চলেছে, তাতে চলতি মাসেই তিন লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে বলে বোঝা যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে কথা বলার বা ভাবার মতো বিষয় হলো লকডাউন তোলার একটি পদ্ধতি আছে। ধীরে দীরে ও পর্যায় ক্রমে। সেভাবে আস্তে আস্তে লকডাউন তোলার কাজ শুরু করার দরকার ছিল তার কিছুটা হল,কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। আর্থিক চাপে, চতুর্থ পর্বের শেষে যেভাবে তাড়াহুড়ো করে এখনই সবটাই খুলে দিতে নির্দেশ দিল কেন্দ্র এবং রাজ্য, তাতে যথারীতি প্রশ্ন উঠছে, আদৌ কি এভাবে লকডাউন শিথিল সঙ্গত হল?

কেন্দ্র এবং রাজ্যের ভাড়ার ক্রমশ শূন্য হয়ে গেছে। আর দু'সপ্তাহ তুললে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে রাজ্য সরকারকে। বিশেষ করে আম্ফানের পর রাজ্যের চারটি জেলাতে যে ভয়ানক অবস্থা, তাতে লকডাউন শিতিল করে না দিলে সার্বিক সংকটের মধ্যে পড়বে রাজ্যের ত্রাণকার্য। যেহেতু খোদ কলকাতা নিজেই বিধ্বস্ত , তাই বেশির ভাগ আক্রান্ত কলকাতার ওয়ার্ডগুলিকে এই অবস্থায় কোয়ারেন্টাইন করে রাখাটাও খুব সমস্যা ছিল। স্বাভাবিকভাবে সাঁড়াশি চাপে পড়ে রাজ্য সরাকর লকডাউন কার্যত প্রায় বহুলাংশেই তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত দু'হাত তুলে বসেছিলেন। রাজ্যগুলিকে বড় বড় লম্বা ছাড়ের অধিকার দিয়ে পঞ্চম লকডাউনকে কার্যত কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হল।

প্রশ্ন এটাই যে লকডাউন এভাবে তুলে দেওয়া কতটা ঠিক হলো? দরকার ছিল আর্থিক কারণেষ কিন্তু উচিত ছিল নিয়ন্ত্রিত শিথিলতার। কখনওই বাস ও মেট্রোর মতো গণ পরিবহণ, ধর্মীয় স্থান বা শপিং মল, রেস্টুরেন্ট একেবারে খোলা উচিত নয়। এটা ঠিক, করোনা নিয়েই আমাদের চলতে হবে, বাঁচতে শিখতে হবে, তবুও সংক্রমণ যখন ঊধ্বমুখী রেকর্ড হারে, তখন একসঙ্গে এতগুলি পাবলিক প্লেস খুলে দেওয়া মানে রেকর্ড হারে সংক্রমণ বাড়বে। তাতে ধারে কাছে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করতে হবে। রেকর্ড হারে মৃত্যুর ও বাড়বে। চিকিৎসক এবং আইসিএমআর আগেই বলেছিল, ভারতে সংক্রমণ সর্বোচ্চ জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে জুন-জুলাই মাসে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জন হপকিল ইউনিভার্সিটি প্রাক আভাসে জানিয়েছিল ভারতে করোনা সংক্রমণের সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে পৌঁছবে জুন, জুলাইয়ে। অতএব সরকার জানতে না, তা নয়। সরকারের নিজের পরিসংখ্যান বলছে, সংক্রমণ ঘটছে গণহারে। তা সত্ত্বেও প্রায় সমস্ত পাবলিক প্লেসগুলিকে একসঙ্গে খুলে দেওয়া হল। আজ রাজ্য চলাচল শুরু করতে দেওয়া হল। আসলে এগুলি না হলে ভারতকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুকে পড়তে হত। সমস্যাটা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে ঘরে থাকলে না খেয়ে মরত হবে, বাইরে বেরোলে করোনা আক্রান্তের আশঙ্কা। এভাবে আর কতদিন? এরপর তো না খেয়ে মরতে হবে ভেবে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সরকারের। ঠিক যেভাবে হঠাৎ দুম করে লকডাউন করটা ভুল ছিল, তেমনি শিল্প বাণিজ্য কর্মকাণ্ড করার চাপ আসতে থাকায় দুম করে এভাবে এতখানি লকডাউন তুলে দেওয়াটা ঠিক হল না। যদি তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের মতো পঞ্চম পর্যায় থাকত নিয়ন্ত্রিক লকডাউনের অধীনে, তাহলে নতুন সংক্রমণের সংখ্যা না দিনের মধ্যে ৫০ হাজারে পৌঁছত না। এতটা বাড়তে না।

সমস্যাটা এইখানে যে, লকডাউন তোলার প্রক্রিয়া যথেষ্ট তাড়াহুড়ো হচ্চে, কিন্তু দোষ দেওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হচ্ছে দেশের পরিযায়ী শ্রমিকদের। লকডাউন তোলার কথা ভাবা হচ্ছে, ভাবা হচ্ছে, ভাবা হোক, সেটার ন্য দরকার ছিল ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে একটু এখটু করে। পরিযায়ী শ্রমিকদের যখন ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনের রাখার পর তাদেরকে জনজীনে ধীরে ধীরে মিশতে দেওয়ার জন্য দরকার ছিল আরও কিছুটা সময়।

অর্থাৎ তাঁদের নিজ রাজ্যে ফিরে আসার পর ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন এবং তাকপর জনজীবনে মেশার পর কি প্রক্রিয়া হচ্ছে দেখার পর আরও ১৪ দিন মধ্যবর্তী একটা সময় দরকার ছিল। যদিও এ প্রসঙ্গে সকলের আগে বলার কথা যে প্রত্যেকটি পরিযায়ী শ্রমিককে ট্রেন করে তুলে অনার আগে সরকারের সিদ্ধান্তই ছিল তাঁদেরকে পরীক্ষা করে ট্রেনে তোলা হবে। এবং ট্রেন থেকে নামার পরও তাঁদেরকে পরীক্ষা করে নেবে সেই সমস্ত রাজ্য সরকার। তাহলে যেখান থেকে আসছে আর যেখানে নামছে সেখানে যদি দু'বার করে পরীক্ষাই হয়ে থাকে, তাহলে পরিযায়ীদের নিয়ে এত আতঙ্কের কী আছে? তারপরেও তাঁদরে কোয়াকেন্টাইনে রাখার সকলকে নিশ্চয়ই দরকার হয় না। তাঁরাও যদি জনজীবনে এসেই যায়, তাঁদেরকে চিহ্নিত করে আতঙ্ক তৈরি করার কোনও প্রয়োজন হয় না। এখন এই মুহূর্তে পশ্চিবঙ্গে একটা অবস্থা তৈরি হচ্ছে যে, ওই ওঁরা আসছে এবারদেখো কী হয়। আরও ছড়িয়ে পড়বে। আরও একবার পরিযায়ীদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে তাঁদেরকে রাজনীতির দাবা খেলার বোড়ে বানানো হলো। সরকার তার নিজের ব্যর্থতা ঠেকাবার জন্য পরিযায়ীদের ওপর তুলে দিচ্ছে। এটা কী মনে হয়?

এই কথাটা আরও বলার কারণ এই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন যে, পরিযায়ী শ্রমিকদের যে শ্রমিক ট্রেন আসছে বাংলায়, সেটি 'কোভিড স্পেশাল' । তার জন্য পশ্চিমবঙ্গে এত বেড়ে গেছে এবং বাড়ছে। মিডিয়ার রিপোর্ট হচ্ছে, ট্রেনটিকে তিনি বলছেন কোভিড স্পেশাল। মানে যাঁরা ওই ট্রেনে আসছেন। তাঁরা গা ঘেষাঘেষি করে বসছেন। যদি একজনের করোনা সংক্রমণ থাকে, তাহলে সেখানে থেকেই ১০ জনের হয়ে যাচ্চে। ফলে এখানে নামার পর আরও বেশি আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। তাহলে এই ল্যাপস অফ ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব কার? যে সমস্ত রাজ্য পাঠাচ্ছে সেই সব রাজ্য সরকার এবং রেলের। কেউ তো তাঁদের দিকে আঙুল তুলছেন না। উল্টে পরিযায়ীদের বলির পাঠা করা হচ্ছে। দরকার ছিল প্রত্যেককে থার্মাল স্ক্রিন করে পাঠাতে এবং বাংলার সরকারের থার্মাল স্ক্রিন করে ফের চেক করে নিতে, যেভাবে প্লেন থেকে নামার পর বিদেশ থেকে আগরতদের থার্মাল স্ক্রিন করে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হচ্ছে। জনজীবনে প্রবেশ করার আগে তাঁদেরকে খলনায়ক বানানো হল। এটা কি এই কারণে যে, পরিযায়ী মানেই তাঁরা দুর্বল। যাঁদের কেউ নেই। তাদের জন্য কথা বলার কেউ নেই। বাড়ি ফিরলেও যেন তাঁরাই আপদ। তাঁরাই যত নষ্টের গোড়া।

আসলে এই মানসিকতার বীজ রয়েছে আধা সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি দীর্ণ সমাজের অনেক গবীরে প্রোথিত বৈষম্যে। এই জন্যই সরকার তাঁদের কথা ভেবে লকডাউন ঘোষণা করে না, কেউ তাঁদের কথা বলতে গেলে সুপ্রিম কোর্ট শুনতেই চায় না। পরিযায়ী শংক্রান্ত আবেদন। শেষে যদিও বা রায় দিলেন প্রায় পঞ্চাশ দিন পর, ততদিনে সথ শত মানুষ মারা গেলেন পথেই। এঁদের থাকা খাওয়া চিকিৎসার জন্য কেরল ছাড়া কোনও রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিল না। উল্টে এঁরা যাতে বাড়ি ফিরতে না পারে তার জন্য কর্নাটক চেষ্টা করে। রাষ্ট্রে শুধু দায় নেই তা নয়, রাষ্ট্র এঁদেরকে ব্যবহার করে সস্তা শ্রমের দাসের মতো। ভাবা যায়, কতখানি অমানবিক হলে এইভাবে জনগণের মধ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হলো, ওই যে বাস ভর্তি করে ঢুকল এবার ওঁরাই ছড়াবে করোনা। সেটা বোঝনো হচ্ছে, সেটা হল আমাদের এই দেশ বা সমাজের কেউ নয়। একেকজন সাক্ষাৎ বিপদ। তাঁদের চাড়া আমাদের জীবন অচল। অভাগা জাতি এই দেশবাসী যেখানে নিজেরাই ঘৃণা করে নিজেরই দেশবাসীকে, শুধু অর্থের তারতম্যে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রকৃতির জন্য সময়

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

যেহেতু নতুন করোনা ভাইরাস পৃথিবী নামক গ্রহটিকে ঘিরে ফেলেছে, এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ভোগ, ক্ষতি ও জীবনের অনিশ্চয়তা ছেড়ে দিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটি প্রথম বিশ্বব্যাপী মহামারি নয় এবং সম্ভবত শেষটিও নয়। আমরা প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতির ধ্বসের দ্বারা সমাজের উপর বিপর্যয় বয়ে এনেছি। প্রকৃতি আজ ভাঙনের পথে। এক মিলিয়ন প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতি সম্ভবত খুব শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইউনাইটেড নেশনের থিমে যে গভীর বার্তা আছে,তা কি আমরা অনুভব করতে পারি? এই যে প্রতিবছর আমাজনের গভীর অরণ্যে আগুন জ্বলে, মাইলের পর মাইল বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যায়, বনের প্রাণীরা অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যায় কিংবা হারিয়ে যায়, এই যে আমাদের কোটি কোটি অতিরিক্ত মানুষের জন্য এত বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প যার জন্য বনাঞ্চল সাফ করতে হয়, পাহাড় কাটতে হয়, নদীর উপর বাঁদ দিতে হয় সেতু বানাতে গিয়ে নদীর বুমি আর গতির দফারফা হয়ে যায়, নদীগুলো মরে যায়, নদীর জলে বেড়ে উঠা প্রাণ প্রকৃতি মরে যায় আর কিছু মানুষের সম্পদ ফুলেফেঁপে ওঠে। মানুষের বেপরোয়া ও অপ্রয়োজনীয় সম্পদ মজুদের বিরুদ্ধে মানুষ জাগেনি, কিন্তু প্রকৃতি ঠিকই নিজেকে রক্ষার জন্য জেগে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরিস্কারভাবে বলেছিলেন যে মানুষের এই অতিরিক্ত লোভই প্রকৃতির প্রধান শত্রু । তাঁর 'অরণ্য-দেবতা' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষ তার কাজে কত অসংযত। যেসব আচরণের জন্য মানুষের সঙ্গে বনের সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে, সেসব সম্পর্কেও তিনি বলেছেন, "মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদানপ্রদান, ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারাল, সে তার প্রথম সুহৃদ,দেবতার আতিথ্য যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরুলতাকে নিমর্মভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে ইটকাঠের বাসস্থান তৈরি করার জন্য। আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বন লক্ষ্মী তাঁকে অবজ্ঞা করে মানুষ অভিসম্পাদ বিস্তারকরলে। আজকে ভারতবর্ষের উত্তর অংশ তরুবিরল হওয়াতে সে অঞ্চলে গ্রীষ্মের উৎপাত অসহ হয়েছে। অথচ পুরাণপাঠক মাত্রই জানেন যে, এককালে এই অঞ্চল ঋষিদের অধ্যুষিত মহারণ্যে পূর্ণ ছিল, উত্তর ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল সুরম্য বাসস্থান ছিল। মানুষ গৃধ্রভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে, প্রকৃতির সহজ দানে কুলোয়নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভুমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিড়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে-এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য-সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন'।

রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' লেখার উৎসাহ পেয়েছিলেন একটি দৃশ্য দেখে, যেখানে বাতিল একটি লোহার বস্তু দিয়ে একটি রক্তকরবী গাছকে পিষে দেওয়া হচ্ছিল। শিলংয়ের এক রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তিনি এটা দেখেছিলেন। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিল এমন এক রাজা, যে নিষ্ঠুরভাবে প্রকৃতি ও মানুষের ওপর অত্যাচার করছিল একটি যান্ত্রিক অমলাতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য। আরকটি নাটত 'মুক্তধার'। মানুষের সীমাহীন লোভ ও প্রকৃতির নেতিবাচক প্রভাবের কথা বলা হয়েছে এই নাটকে। গল্পের প্লট আবর্তিত হয়েছে একটি দানবীয় যন্ত্রকে কেন্দ্র করে, যেটি এক রাজা তৈরি করেছে বিশাল এক নদীর প্রবাহ আটকানোর জন্য। রাজকুমার রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য।

মানুষের সর্বগ্রাসী লাভ ও লোভের বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বনদ সম্পদকে মানুষের অতিরিক্ত লোবের কবল থেকে বাঁচানো একটি বৈশ্বিক সমস্যা। স্রষ্টা জীবন দিয়েছেন, জীবনকে সাজানোর উপাদানও চারদিকে দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু লোভী মানুশষ মৃত্যুর কৌশলই সরবরাহ করেছে শুধু।

মানুষ যখন থেকে আধুনিক সভ্যতার সন্ধান পেয়েছে তখন থেকেই এক ধরণের অবিবেচনাপ্রসূত অরণ্য বিনাসের পথে ছোটাছুটি করছে। জ্বালানির জন্য গাছ কাটছে। কিন্তু এতে বাস্তুসংস্থানের (ইকোলজি) ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এবং মানবসভ্যতা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ আবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, "ভারতে একটি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ করা যাচ্ছে। এখানকার সভ্যতা নগরের পরিবর্তে অরণ্যে বিকশিত হয়েছে, ভারতের প্রথম আশ্চর্যজনক বিকাশ দেখা গেছে যেখানে, সেখানে মানুষ জীবন ধারণের জন্য আবদ্ধ হয়নি। এসব জায়গায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ছিল।

মানুষের ওপর স্রষ্টার অর্পিত সৃষ্টিসংক্রান্ত দায়িত্ব মানুষের অনুধাবন করা উচিত।

যেকোনও ধরনের আক্রমণ সমগ্র পরিমণ্ডলের জন্য দুর্যোগে পরিণত হবে। এটা উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে মানুষ ও প্রকৃতির ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আজ ইউনাইটেড নেশন যে বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন তা হল, মানুষের পরিবেশ বিধ্বংসী অভ্যাসই যেকোনাও মহামারি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। কেননা মানুষ বন্য প্রাণী ও প্রকৃতির খাদ্যশৃঙ্খলের ভারসামা নষ্ট করছে। মানুষের এমন আত্মবিধ্বংসী অভ্যাসগুলোকে তারা আগুন নিয়ে খেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তাই প্রকৃতির জন্য সময় থিমে যে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে তা হল করোনা ভাইরাস মহামারীর লকডাউনের ফলে শিল্প কারখানা আর গাড়ির কালো ধোঁয়া অর্থাৎ কার্বনসহ ক্ষতিকর নানা রাসায়নিক নিঃসরণ বন্ধ হয়েছে। এর ফলে বায়ু দূষণ জল দূষণ কমে গেছে একেবারেই। এমনকী পৃথিবীর বিধ্বস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ওজন স্তরও সেরে উঠেছে। লকডাউনের এক মাসের মাথায বন্যপ্রাণী নিধন বনধ হবার ফলে তাঁদের সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়েছে। এমনকী এখবরও মিলেছে যে প্রাণীগুলি বিলুপ্তির একেবারে দ্বারপ্রান্তে ছিল, তাঁদের প্রজাতিরা বিলুপ্ত না হয়ে আবার বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করেছে। প্রাণ প্রকৃতির খাদ্য শৃঙ্খলে ফিরে আসতে শুরু করেছে সুসামঞ্জস্যভাবে। শুধু প্রকৃতি আর বন্য প্রাণীরাই যে ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছে তা নয়, ক্ষতি কাটিয়ে উঠছে মানুষেরা নিজেরাই। বায়ুদূষণ জনিত সব ধরনের রোগ যেমন অ্যাজমা, কিডনি, হৃদরোগ, ফুসফুসজনিত অসুখ ইত্যাদির হার ৪০ শতাংশই কমে গেছে বিশ্বজুড়ে এই মাত্র এক মাসে।

ইউনাইটেড নেশনের বক্তব্য হচ্ছে আমরা পৃথিবীকে পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে প্রকৃতি নিরাময় করতে হসায়তা করতে পারি। টম্পকিনস সংরক্ষণে আমরা জাতীয় উদ্যানগুলি তৈরি করতে কয়েক দশক ব্যয় করছি। সম্প্রদায়, ব্যক্তি এবং সরকারের সাহায্য আমরা আর্জেন্টিনা এবং দক্ষিণ চিলির ১৪.৫ মিলিয়ন একর জমি রক্ষা করতে সহায়তা করেছি। তবুও এটি শুধুমাত্র একটি সূচনা হিসাবে কাজ করেছে। আমরা একন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জায়গাগুলিতে দেশীয় প্রজাতির নতুন জনসংখ্যা স্থাপনের জন্য কাজ করছি। দক্ষিম চিলিতে, ডারউইনের রিয়ার ঝাঁকগুলি তৃণভূমিতে ফিরে আসছে। উত্তর পূর্ব আর্জেন্টিনার ইবেরা জলাভূমিতে একেবারে বিলুপ্তপ্রায় লাল ও সবুদ রঙের ম্যাকাও, দৈত্য নদী ওটার এবং জাগুয়ারগুলি ফিরে আসছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার আগরতলায় রাবার সমিতি কর্মকর্তারা টিএফডিপিসিতে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

গুজব বা অপপ্রচার ছড়ানো শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৯।।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘করোনা ভাইরাসসহ যে কোনো বিষয়ে গুজব বা অপপ্রচার ছড়ানো শাস্তিযাগ্য ফৌজদারি অপরাধ এবং জনস্বার্থ রক্ষায় সরকার এবিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

হাছান মাহমুদ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীতে সচিবালয়ে নিজ দপ্তর থেকে ভিডিও কনফারেন্সে চট্টগ্রামের ইউএসটিসি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ১০০ শয্যার কোভিড ইউনিট উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল ও চট্টগ্রামের সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

ড় হাছান বলেন, করোনার প্রাদুর্ভাবের শুরুতে সারা পৃথিবীতে ভেন্টিলেশন ইউনিটের সংকট ছিল। একারণে ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে ৬৫ বা তদূর্ধ বয়সের মানুষের চেয়ে অপেক্ষকৃত তরুণদের ভেন্টিলেশন ইউনিটের মাধ্যমে চিকিৎসার অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হোয়াইট হাউসের সামনে ও অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে পিপিই’র জন্য বিক্ষোভ হয়েছে। কানাডায় ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মাস্কের সংকট ছিল। আমাদের দেশে এধরনের সংকট হয়নি। বরং দু’দিন আগে নাইজেরিয়া বিমান পাঠিয়ে বাংলাদেশ থেকে ঔষধ, পিপিই ও অন্যান্য চিকিৎসাসামগ্রী নিয়ে গেছে। আমরা এসকল সুরক্ষাসামগ্রী মালদ্বীপেও পাঠিয়েছি।এসত্ত্বেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইন্টারনেটে অনেক সময় নানা গুজব ও অপপ্রচার দেখা যায়’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘করোনা ভাইরাসসহ যে কোনো বিষয়ে গুজব, আতংক বা অপপ্রচার ছড়ানো ফৌজদারি অপরাধ, যা শাস্তিযোগ্য।

ইতোমধ্যে এধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ঘটলেও সরকার ব্যবস্থা নেবে’।

চট্টগ্রামের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে চট্টগ্রাম ৭ আসনের সংসদ সদস্য ড় হাছান মাহমুদ বলেন, ‘চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০০, জেনারেল হাসপাতালে ১০০, ইউএসটিসি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ১০০, মা ও শিশু হাসপাতালে ৫০ ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে ৫০টি বেড ইতোমধ্যেই প্রস্তুত রয়েছে, চট্টগ্রামে করোনা সংক্রমণ সংখ্যানুপাতে বৈশ্বিক নিয়মানুসারে ১০ভাগ রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির জন্য যা পর্যাপ্ত। এর বাইরে ফিল্ড হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম সিটি কমিডিনিটি সেন্টারও প্রস্তুত হচ্ছে।’

একইসাথে আগাম সতর্কতা হিসেবে চট্টগ্রামের আরো কয়েকটি কমিডিনিটি সেন্টারকে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রূপান্তরের জন্য সিটি মেয়রকে অনুরোধ জানান মন্ত্রী। মন্ত্রী এসময় করোনা ইউনিট চালুর জন্য ইউএসটিসি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানানও ইউএসটিসি’র প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলামকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।সদ্য স্থাপিত ১০০ শয্যার কোভিড ইউনিটটি পুলিশ ও সাংবাদিকদের অগ্রাধিকারসহ সর্বসাধারণের চিকিৎসার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এসময় চট্টগ্রামের হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্যউপকরণ ও বাইরে ঔষধালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় ঔষধের যোগান নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন।

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার রোধে সাংবাদিকদের সহায়তা চান।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার এবিএম আজাদের সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দীন, পুলিশের ইনসপেক্টর জেনারেল বেনজীর আহমেদ ও ইউএসটিসি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালের পক্ষে ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য প্রকৌশলী নূর ই জান্নাত আয়েশা ইসলাম দীনা ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন।

শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন চালানোর ধারা বজায় থাকবে, দাবি রেলমন্ত্রীব

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি. স.): পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন চালু থাকবে। রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ট্রেনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। এ নিয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিবদেরও চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ রাজ্যে ফেরাতে অঙ্গীকারবদ্ধ রেল। রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী ট্রেনের ব্যবস্থা করা হবে এখন ও পর্যন্ত প্রায় ৬০ লাখ শ্রমিকদের বাড়ি পাঠানো হয়েছে।৪৩৪৭ বেশি শ্রমিক স্পেশ্যাল ট্রেন চালানো হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ১৫ দিনের মধ্যে ইচ্ছুক শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর ব্যাবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ট্রেনের ব্যাবস্থা করতে হবে।

করোনাভাইরাস: বাংলাদেশে একদিনে সর্বোচ্চ ৪৫ জনের মৃত্যু, শনাক্ত সর্বোচ্চ ৩১৭১

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৯।।করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে সর্বোচ্চ ৪৫ জন মারা গেছেন। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৯৭৫ জনে।একই সময়ে আরও সর্বোচ্চ ৩ হাজার ১৭১ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এ সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৭৭৭ জন।

মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দৈনন্দিন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।তিনি জানান, করোনা পরীক্ষার জন্যে সারা দেশে ৫৬টি ল্যাব রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৫৫টিতে পরীক্ষা চলছে।গত ২৪ ঘণ্টায় মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৪ হাজার ৬৬৪টি। এর মধ্যে শনাক্ত হয়েছেন ৩ হাজার ১৭১ জন। শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৬২ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৭৭ জন সুস্থ হয়েছেন’ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ‘এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৫ হাজার ৩৩৬ জন।’শনাক্তের বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১ দশমিক ৪০ শতাংশ।এ পর্যন্ত ৪ লাখ ২৫ হাজার ৫৯৫টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

অসমে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে ২৯৩৭, নতুন আক্রান্ত ৬৯

গুয়াহাটি, ৯ জুন (হি.স.) : মঙ্গলবার সকালে অসমে ৩৩ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। সন্ধ্যার দিকে নতুন আরও ৬৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯৩৭। আজ সন্ধ্যারাত ৬:৩৫ মিনিটে টুইট আপডেটে এই তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ১৩ জন কামরূপ মহানগর, ১১ জন যোরহাট, ৯ জন নগাঁও, ৫ জন করিমগঞ্জ, ৫ জন ধেমাজি, ৪ জন লখিমপুর, ৪ জন গোলাঘাট, ৩ জন হাইলাকান্দি, ৩ জন কামরূপ গ্রামীণ, ১ জন কাছাড়, ১ জন দরং, ১ জন শোণিতপুর এবং ১ জন দক্ষিণ শালমারা জেলার বাসিন্দা। টুইটবার্তায় মন্ত্রী জানান, এঁদের মধ্যে ইতিমধ্যে ৭৮৪ জন সুস্থ হয়েছেন। পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে এবং সক্রিয় রোগী ২১৪৫ জন। তাঁদের বিভিন্ন কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

এর আগে আজ বেলা ১:২০ মিনিটের টুইট আপডেটে ৩৩ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে জানিয়েছিনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ওই সকল আক্রান্তের মধ্যে ১৭ জন তিনসুকিয়া জেলা, ৪ জন যোরহাট জেলা, ৩ জন বরপেটা জেলা, ২ জন কারবি আংলং জেলা, ২ জন নগাঁও জেলা, ১ জন বাকসা জেলা, ১ জন গোলাঘাট জেলা এবং ১ জন মাজুলি জেলার বাসিন্দা।

প্রসঙ্গত, অসমে আজ এখন পর্যন্ত মোট ১০২ জনের শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। করোনা-রোগী সবচেয়ে বেশি হোজাই জেলায় এবং সবচেয়ে কম মাজুলিতে। উল্লেখ্য, গতকাল ৮ জুন একদিনে ১৫৪ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এর আগের দিন ৭ জুন ২০৮ জন, ৬ জুন ২৩০, ৫ জুন ১২৮, ৪ জুন ২৪৩, ৩ জুন সর্বাধিক ২৬৯ জুন, ২ জুন ৭৬, ১ জুন ১৪৬, ৩০ মে ১৫৯, ২৯ মে ১৭৭, ২৮ মে, ২৭ মে ১০১ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৩ মে থেকে রাজ্যে করোনা হামলা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে।

৮০ দিন পর খুলল পাঁচগ্রামের শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রমের কপাট

পাঁচগ্রাম (অসম), ৯ জুন (হি.স.) : সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বরাক উপত্যকার ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রমের প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়া হলো। মঙ্গলবার বেলা তিনটায় বেশ কিছু শর্ত বেঁধে ভক্ত ও পুণ্যার্থীদের জন্য বরাক উপত্যকার পাঁচগ্রামে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম খুলে দেওয়া হয়েছে।

ভক্ত ও পুণ্যার্থীদের জন্য যে সব নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দেবাদিদেব শিবের আরাধনা বা পুজো দিতে আসলে সকলকে মুখে মাস্ক ও হাতে সেনিটাইজার ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। তাছাড়া কুড়ি জনের বেশি এক সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। এছাড়া পনেরো মিনিটের বেশি মন্দিরে অবস্থান করা যাবে না। এ ব্যাপারে কপিলাশ্রমের সম্পাদক সুজন ভট্টাচার্য জানান, সমাগম যাতে বেশি না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর রাখবে মন্দির পরিচালন কমিটি। উপত্যকার আপামর ভক্তদের মন্দিরে আমন্ত্রণ জানিয়ে সুজন ভট্টাচার্য বলেন, করোনা নিয়ে মানবজাতির যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেদিকে ভক্তদেরও দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ জানাই। মন্দিরে গোলাকার চক্র এঁকে দেওয়া হয়েছে। যাঁরাই মন্দিরে প্রবেশ করবেন, প্রত্যেকেই যেন নিয়ম মেনে এই চক্রের ভিতর দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন, যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকে। প্রত্যেক দিন সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে মন্দিরের প্রবেশদ্বার। এই সব নিয়ম মানতে গিয়ে মন্দিরের স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ভক্তদেরও সহায়তা কামনা করেছেন সম্পাদক সুজন ভট্টাচার্য।

উল্লেখ্য, দেশে মহামারি রূপ ধারণকারী কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাসের জন্য চলতি বছরের ২০ মার্চ প্রশাসনের নির্দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়েছিল শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম মন্দিরের প্রবেশদ্বার। আজ মন্দিরের প্রবেশদ্বার খুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর কপিলাশ্রম পরিচালন কমিটির সম্পাদক সুজন ভট্টাচার্য, সূরজ সেন, শমীন্দ্র পাল, দেবজ্যোতি চৌধুরী, কৃপাসিন্ধু দাস, সঞ্জু দাস সহ মন্দিরের কার্যকর্তারা।

সনু সুদের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিমানে শিলচর পৌঁছলেন মহারাষ্ট্রে আবদ্ধ ১৮০ জন বরাক ও ধুবড়ির বাসিন্দা

শিলচর (অসম) ৯ জুন (হি.স.) : বলিউড অভিনেতা সনু সুদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে মঙ্গলবার শিলচরে পৌঁছলেন মহারাষ্ট্রে আবদ্ধ ১৮০ জন যাত্রী। শিলচর কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে পৌঁছনো যাত্রীদের মধ্যে ১৩৪ জন হাইলাকান্দি জেলার, তিনজন করে করিমগঞ্জ ও কাছাড় জেলার। বাকি ৪০ জন ধুবড়ির বাসিন্দা।

কাছাড়ের ৩ জনকে শিলচরের একটি হোটেলে কোয়রান্টাইন করা হয়েছে। অন্যদের নিজ নিজ জেলায় পাঠানো হয়েছে। ধুবড়ির যাত্রীদের শিলচর বিমানবন্দর থেকেই ২ টি বাসে করে তাঁদের গৃহজেলার উদ্দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অভিনেতা সনু সুদ দেশের বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজেদের ঘরে পাঠানোর যে গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছিলেন তার অঙ্গ হিসেবে আজ মঙ্গলবার মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দুপুরে শিলচর বিমানবন্দরে এসে পৌঁছে ”এয়ার এশিয়া’র বিমান। যদিও ”এয়ার এশিয়া’র শিলচর বিমানবন্দরে কোনও কর্মী নেই, তাই অন্য বিমান সংস্থার কর্মীদের এই বিমানের আগমনে সহায়তা করতে হয়েছে।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মীরা এয়ার এশিয়া ফ্লাইটকে কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করতে সহায়তা করেছেন।

১৮০ জন যাত্রী এসেছেন তাঁদের মধ্যে চার জন মহিলা এবং একটি ৪ বছরের শিশুও রয়েছে। এদিন আরও একটি বিমান শিলচরে অবতরণ করেছে। স্পাইসজেটের ওই বিমানে ৬০ জন এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ৪৭ জন কাছাড়ের, ১০ জন করিমগঞ্জের এবং ৩ জন হাইলাকান্দি জেলার বাসিন্দা।

উল্লেখ্য, দাবাং সিনেমার পুরস্কারপ্রাপ্ত এই অভিনেতা টুইটারের মাধ্যমেই এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরবর্তীতে নিজের খরচে তাঁদের নিজের রাজ্যের বাড়িতে পাঠিয়ে পরিবার-পরিজনদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। এবার সেই প্রবাদপ্রতিম সনু সুদ মুম্বাই এবং আশপাশের অঞ্চলের আটকে পড়া বরাকবাসীর প্রতিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সনু সুদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠন।

অন্ধকারে ঢিল না ছুড়তে বিএনপির প্রতি সেতুমন্ত্রী কাদেরের আহ্বান

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৯।।রাজনৈতিক হীন উদ্দেশে সত্যকে আড়াল করে অন্ধকারে ঢিল না ছুড়তে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশের সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।তিনি মঙ্গলবার তাঁর বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংকালে এ আহ্বান জানান।

সারাদেশে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঢালাও ভাবে গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, কোথায় ঢালাও ভাবে গ্রেফতার ও মামলা করা হচ্ছে, তার সঠিক তালিকা দিন।

মির্জা ফখরুলের উদ্দেশে ওবায়দুল কাদের বলেন, আপনি মানুষের ক্ষুধার হাহাকার কোথায় দেখছেন, বিএনপির হৃদয়ে ক্ষমতার ক্ষুধা, সে ক্ষুধার তীব্রতায় আপনার হৃদয় হাহাকার করছে।তিনি বলেন, জনমানুষের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতায় বিএনপির গা জ্বালা করছে।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, করোনার এই সময়ে আওয়ামী লীগের এখন একটাই কর্মসূচি, তা হচ্ছে অভিন্ন শত্রু করোনা মোকাবিলা করা।তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, নিউজিল্যান্ড ও ভিয়েতনাম পারলে আমরা কেনো পারবো না?

সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় আমরাও পারবো এবং সফল হবো ইনশাআল্লাহ।

ওবায়দুল কাদের বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার ও গুজব রটানো হচ্ছে, এসব গুজব ভাইরাসের চেয়েও ভয়ংকর।তিনি সংকটের সুদক্ষ ও সফল নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর আস্থা রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, সরকারের সামনে এখন দুটি চ্যালেঞ্জ- একটি করোনা সংক্রমণ রোধ ও আক্রান্তদের চিকিৎসা অপরদিকে করোনাজনিত অসহায়, দরিদ্র মানুষের সুরক্ষা করা।তিনি বলেন, কিছু সীমাবদ্ধতা স্বত্বেও চ্যালেঞ্জ উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকার নিরলস ভাবে কাজ করছেন, এতে জনগণের আস্থাও রয়েছে।

শুধু মিথ্যাচার করছে বিএনপি।তিনি সরকারকে ঠেকাতে গিয়ে দেশের ক্ষতি না করতে বিএনপি নেতাদের প্রতি আহবান জানান।

ডিমা হাসাও জেলার পিএইচই বিভাগের ৫৩৮ জন কর্মচারীর রিটেনশন নেই, তাই বেতন বন্ধ, জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

হাফলং (অসম), ৯ জুন (হি.স.) : রাজ্যের অর্থ বিভাগের অনুমোদন ছাড়াই ডিমা হাসাও জেলার জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি (পিএইচই) বিভাগের ৫৩৮ জন কর্মচারী এতদিন বেতন নিয়ে আসছিলেন। এই ৫৩৮ জন কর্মচারীর রিটেনশন না থাকার দরুন গত ১২ মাস থেকে বেতন বন্ধ হয়ে রয়েছে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতার দরুন আজ এই কর্মচারীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। রাজ্যের অর্থ বিভাগের অনুমোদন ও রিটেনশন না নিয়েই জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগে এ সব নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। গত ১৯ জুন থেকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের এই ৫৩৮ জন কর্মচারী তাঁদের বকেয়া বেতনের দাবিতে গত ৪ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি ঘোষণা করে কাজকর্ম বন্ধ রেখেছেন। মঙ্গলবার হাফলঙে রাজ্যের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ৫৩৮ জন কর্মচারীর বেতন নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে মন্ত্রী এই মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, এ অনেক পুরনো কথা। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের এই ৫৩৮ জন কর্মচারী অর্থ বিভাগের অনুমোদন ছাড়াই এতদিন বেতন পেয়ে আসছিলেন। কারণ এই পোস্টগুলির কোনও রিটেনশন নেই। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বিভাগে বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে অনলাইন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরই তা ধরা পড়েছে বলে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এই সমস্যা দূর হতে কিছুটা সময় লাগবে। কারণ এই ৫৩৮ জন কর্মচারীর চাকরি প্রথমে নিয়মিত করতে হবে। এতে কিছু ক্লারিক্যাল কাজ রয়েছে। তাছাড়া কোভিড-১৯জনিত পরিস্থিতির দরুন এখন সরকারি বিভাগে কর্মচারীর উপস্থিতি কম। তাই জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কর্মচারীদের বেতন সমস্যা সমাধানে আরও সময় লাগবে, জানান অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

করোনা নেগেটিভ কেজরি

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি. স.): মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আকস্মিক অসুস্থতা নিয়ে দেশের রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল। করোনা সন্দেহে তার লালারসের নমুনাও নেওয়া হয়েছিল। অবশেষে পাওয়া গেল সুখবর। করোনা নেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের শরীরে।তার করোনা পরীক্ষা নেগেটিভ মিলেছে। মঙ্গলবার টুইট করে এই কথা জানিয়েছেন আম আদমি পার্টির নেতা রাঘব চাড্ডা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, রবিবার রাত থেকেই হাল্কা জর, গলা ব্যাথা অনুভব করছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।তৎক্ষণাৎ তিনি একান্তবাসে চলে যান।তার আরোগ্য কামনা করে বার্তা পাঠান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গিয়েছে যে তার জ্বর ছেড়ে গিয়েছে এবং গলা ব্যাথা কমে গিয়েছে।

গুয়াহাটির আরও এক চিকিৎসকের কোভিড-১৯ পজিটিভ

গুয়াহাটি, ৯ জুন (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরে আরও একজন চিকিৎসকের শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তিনি আর্য হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. বুলেন ফুকন। বর্তমানে তাঁকে মহানগরীর মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। শুরু হয়েছে চিকিৎসা।

গত কয়েকদিন থেকে সামান্য জ্বরে ভুগছিলেন ডা. ফুকন। তাই সন্দেহের বশে তাঁর সোয়াব সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। সোমবার রাত সাতটায় তার রিপোর্ট এসেছে। তাতে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাঁকে মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে জানান হাসপাতালের সুপারিনটেডেন্ট ডা অভিজিত শর্মা। তিনি জানান, সম্প্রতি আমিরলাল যাদব নামের করোনা আক্রান্ত জনৈক রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে সন্দেহ করছেন তাঁরা।

ডা. অভিজিত শর্মা আরও জানান, ডা. বুলেন ফুকন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সোয়াব টেস্ট করেছিলেন। কিন্তু সে সময় তিনি পিপিই কিট পরেননি। তবে বর্তমানে ডা. বুলেন ফুকনের শারীরিক অবস্থা সুস্থ এবং তাঁর জ্বরের কোনও

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আরও দুই রোহিঙ্গার মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৯।।করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও দুই রোহিঙ্গা মারা গেছেন। গত রোববার রাতে ১০ নম্বর ক্যাম্পে ৫৮ বছর বয়সী একজন এবং গত সোমবার রাতে ৭০ বছর বয়সী আরেক রোহিঙ্গা মারা যান।শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) কার্যালয় মঙ্গলবার এ দুজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

আরআরআরসি কার্যালয়ের প্রধান স্বাস্থ্য সমন্বয়কারী ডা. আবু তোহা এম আর ভুঁইয়া জানান, এই দুই জনসহ এ পর্যন্ত করোনাভাইরাসে তিন জন রোহিঙ্গা মারা গেলেন। এর আগে, গত ৩১ মে এক রোহিঙ্গা নারী মারা যান।এ পর্যন্ত ৩৫ জন রোহিঙ্গা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে তিন জন মারা গেছেন, সুস্থ হয়েছেন দুই জন এবং বর্তমানে আইসোলেশন সেন্টারে চিকিৎসাধীন আছেন ৩০ জন।

কোভিড১৯-এর তৃতীয় পর্যায় আসলে সামাজিক সংক্রমণ শুরু হবে, তবে ১৫ জুনের পর অসমে করোনা-রোগীর সংখ্যা কমবে : মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

হাফলং (অসম), ৯ জুন (হি.স.) : কোভিড-১৯-এর তৃতীয় পর্যায় এখনও অসমে আসেনি। তৃতীয় পর্যায়ে যদি রাজ্যে সামাজিক সংক্রমণ শুরু হয় তা হলে বিষয়টি উদ্বেগজনক হবে। মঙ্গলবার হাফলঙে বলেছেন রাজ্যের অর্থ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মন্ত্রী বলেন, তৃতীয় পর্যায়ে করোনার যদি সামাজিক সংক্রমণ ঘটে তা হলে উপসর্গ সংবলিত রোগীর সংখ্যা বাড়তে পারে। তাছাড়া কোভিড-১৯ রোগের এখন পর্যন্ত ওষুধ বা ভ্যাকসিন বের হওয়ার বিষয়টি কতটুকু এগোয় তার উপর সবকিছু নির্ভর করবে, বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা আরও বলেন, রাজ্যে যদি সামাজিক সংক্রমণ শুরু হয় তা হলে কোভিড-১৯-এর গ্রাফ যে ঊর্ধ্বমুখি হবে তা নিশ্চিত। তাই রাজ্য যাতে তৃতীয় পর্যায়ের সম্মুখিন না হয় তার চেষ্টা চলছে এবং তা সকলের জন্য মঙ্গলজনক, মন্তব্য করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আগামী ১৫ জুনের পর বহিঃরাজ্য থেকে আগত মানুষের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাবে। যার দরুন ওই তারিখের পর থেকে কোভিড ১৯ রোগীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

কোভিড ১৯ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার হাফলং সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শন করে হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, হাফলঙের মতো জায়গায় এই হাতপাতালে ১০০ জনের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এক বিরাট সফলতা। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আইসিএমআর মঙ্গলবার থেকে ডিফু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভিড রোগীর লালারসের নমুনা পরীক্ষা করার অনুমতি দিয়েছে। যার দরুন এখন থেকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিবর্তে ডিফু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সোয়াব পরীক্ষা করা হবে। কারণ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লালারসের নমুনা পরীক্ষা করার পর রিপোর্ট আসতে সময় লেগে যেত ৫ থেকে ৬ দিন। তবে এবার পরীক্ষার রিপোর্ট তিন দিনের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে হিমন্তবিশ্ব শর্মা সাংবাদিকদের অবগত করেন।

ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড ১৯ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সোমবার সন্ধ্যায় হাফলং এসে প্রথমে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ, জেলার সসাধারণ প্রশাসন, পুলিশ প্রাশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে বৈঠক মিলিত হয়েছিলেন। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টা নাগাদ হাফলং সরকারি হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় নিয়োজিত ১১ জন ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ৭ দিনের কোয়ারেন্টাইনের সময়সীমা অতিক্রম করার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁদের গামোছা দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন। তার পর এই ১১ জন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বিনা খরচে যে ছবিগুলো দেখতে পারেন

ট্রাইবেকা এন্টারপ্রাইজ ও ইউটিউব আয়োজন করেছে ''উই আর ওয়ান: আ গ্লোবাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল''নামে ১০ দিনের চলচ্চিত্র উৎসব। বিশ্বের ২১টি বাঘা বাঘা চলচ্চিত্র উৎসব অংশগ্রহণ করছে সেখানে। উৎসব থেকে মনোনীত সিনেমাগুলো প্রদর্শিত হচ্ছে প্রতিদিন। সঙ্গে নামকরা পরিচালকদের মাস্টারক্লাস তো আছেই।

আজ শেষ দিন দেখতে পারেন যেসব সিনেমা

অ্যাওয়েক। পরিচালক বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে। মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসব।

মিস্ট্রি রোড। পরিচালক ইভান সেন। সিডনি চলচ্চিত্র উৎসব।

আলোচনা, আলোচক: জন ওয়াটার্স, উপস্থাপক আলবার্ট সেরা। লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসব।

আটলান্টিকস। পরিচালক মাতি দিওপ, নিউইয়র্ক চলচ্চিত্র উৎসব।

ড্রামাটিক রিলেশনশিপস। পরিচালক ডাস্টিন গাই ডেফা। নিউইয়র্ক চলচ্চিত্র উৎসব।

ফরএভার্স গনা স্টার্ট টুনাইট। পরিচালক এলিজা হিটম্যান। নিউইয়র্ক চলচ্চিত্র উৎসব।

অনুষ্ঠান, নিউইর্য়ক প্রোগ্রাম-২: আ প্যাশন ফর ফিল্মস। নিউইয়র্ক চলচ্চিত্র উৎসব।

পার্সি, পরিচালক এদুয়ার্দো উইলিয়ামস ও মারিয়া ব্লা, নিউইয়র্ক চলচ্চিত্র উৎসব।

পেলোরিনো। দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট আস। পরিচালক আকোসুয়া আদোমা ওসু। নিউইয়র্ক চলচ্চিত্র উৎসব।

রোসালিন্ডা। পরিচালক মাতি নিয়ে। নিউইয়র্ক চলচ্চিত্র উৎসব।

ভিওলেত্তিনা। পরিচালক অ্যালিস রোরওয়াখের। নিউইয়র্ক চলচ্চিত্র উৎসব।

ফেইনটিং স্পেলস। পরিচালক স্কাই হোপিঙ্কা। সানড্যান্স চলচ্চিত্র উৎসব।

অনুষ্ঠান: ইন্ডিজেনিয়াস শর্টস প্রোগ্রাম। সানড্যান্স চলচ্চিত্র উৎসব।

মাড। পরিচালক সানডিন টম। সানড্যান্স চলচ্চিত্র উৎসব।

মাই ফাদার্স টুলস। হিথার কোন্ডো। সানড্যান্স চলচ্চিত্র উৎসব।

নুটাগ হোমল্যান্ড। অ্যালিসি টেলেঙ্গাট। সানড্যান্স চলচ্চিত্র উৎসব।

থ্রোট সিঙ্গিং ইন কাঙ্গিরসাক। পরিচালক এভা কাউকাই ও মনন চেম্বারল্যান্ড। সানড্যান্স চলচ্চিত্র উৎসব।

টিআইএফএফ টকস: ট্যান্টো কারনাল মাস্টার ক্লাস। টরোন্টো চলচ্চিত্র উৎসব।

কপওয়াচ।

পরিচালক ক্যামিয়া হল। ট্রাইবেকা চলচ্চিত্র উৎসব।

কোয়েসলাভের ডিজে পারফরম্যান্সের মাধ্যমে আজ শেষ হবে এ উৎসব।

গত ২৯ মে শুরু হওয়া এই উৎসব চলে টানা ১০ আজ ৭ জুন উৎসবের শেষ দিন। ৩৫টি দেশের অংশগ্রহণে ২৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্য, ৮টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৫৭টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ১৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চলচ্চিত্র এবং ১৫টি আর্কাইভাল বক্তৃতা হয় এই আসরে। দেখতে হলে এখনই টুঁ মারতে হবে ''উই আর ওয়ান: আ গ্লোবাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'' এর ইউটিউব চ্যানেলে।

রেসিপি: মজাদার কালোজাম

নিখুঁত কালোজাম তৈরি করতে প্রথমে ১ লিটার তরল দুধ চুলায় জ্বাল দিয়ে হালুয়ার মতো করে নিতে হবে।

এরপর এটা ঠাণ্ডা করে স্পেচুলা দিয়ে মসৃণ করে নিয়ে এর সঙ্গে আধা কাপ গুঁড়া দুধ, ময়দা আধা কাপ ও ১ চা-চামচ বেইকিং পাওডার নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর ২ চা-চামচ ঘি দিয়ে ভালো ভাবে মিশিয়ে ডো তৈরি করুন।

খুব বেশি মথার প্রয়োজন নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে সব উপকরণ যেন সুন্দর ভাবে মিশে যায়।

চিনির সিরাপ তৈরির জন্য প্রথমে সসপ্যানে ২ চা-চামচ চিনি ও ১ চা-চামচ পানি মিশিয়ে ক্যারামেল করে এর মধ্যে ৪ কাপ চিনি, ৬ কাপ পানি ও ৩-৪টি এলাচ দিয়ে সিরাপ তৈরি করে নিন। একবার বলক এলেই সিরাপ তৈরি।

সিরা-টা খুব ঘন হবে না। কারণ ঘন সিরা মিষ্টির ভেতর ঢুকে না। ফলে ভেতরে শক্ত থাকে।

এবার হাতে ঘি মাখিয়ে সেই ডো থেকে পরিমাণ মতো নিয়ে মিষ্টির আকার করে নিতে হবে যাতে মিষ্টির গায়ে কোন ক্র্যাক বা ফাঁটল

না থাকে।

১২টার মতো মিষ্টি হবে এই উপকরণ দিয়ে। মিষ্টির আকার দিয়ে বাতাসে ফেলে রাখবেন না। তাহলে মিষ্টি শক্ত হয়ে যাবে।

এবার তেল গরম করতে হবে এমন ভাবে যেন তেল গরম হয় কিন্তু ধোঁয়া না ওঠে! বেশি গরম হলে মিষ্টির রং চলে আসবে ঠিকই তবে ভেতরে কাঁচা থাকবে। আর সুন্দর ভাবে ভাজা না হলে কিন্তু মিষ্টি সিরায় ভিজবে না।

কম গরম তেলে দিলে মিষ্টি ফাটা ফাটা হবে। তাই তেলে মিষ্টিগুলো ছেড়ে অল্প আঁচে ভাজুন। একসঙ্গে অনেকগুলো মিষ্টি তেলে দেবেন না। তাতে গায়ে গায়ে লেগে মিষ্টির আকার নষ্ট হতে পারে বা উল্টাতে গেলে খোঁচা লেগে মিষ্টি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মিষ্টিগুলো গাঢ় বাদামি করে ভাজতে হবে। কালো করার চেষ্টা করবেন না। তাতে মিষ্টি মাত্রাতিরিক্ত ভাজা হয়ে যাবে এবং সিরা ভেতরে ঢুকবে না।

আর যে কোনো ভাজা জিনিস তেল থেকে ওঠালে আরও গাঢ় হয়।

মিষ্টিগুলো গাঢ় বাদামি করে ভেজে রাখুন। গরম সিরায় দেবেন তবে ফুটন্ত সিরায় দেবেন না। মানে সিরা গরম হবে কিন্তু ফুটন্ত না! আবার হালকা গরমও হবে না।

গরম সিরায় ঢেকে দিয়ে মাঝারি থেকে কম আঁচে পাঁচ মিনিট জ্বাল দিয়ে আবার উল্টে দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট জ্বাল দিতে হবে। এভাবে মোট ১০ মিনিট।

এবার চুলা বন্ধ করে তিন-চার ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিন। তবে জ্বাল দিয়েই হঠাৎ ঢাকনা খোলা যাবে না। তাতে মিষ্টি বাতাসের সংস্পর্শে এসে চুপসে যেতে পারে।

তিন-চার ঘণ্টা পর মিষ্টি সিরা থেকে উঠিয়ে মাওয়াতে গড়িয়ে পরিবেশন করুন।

সাউথ ইন্ডিয়ান রেসিপি 'চিকেন সিক্সটি ফাইভ' ভাজা মুরগির মাংসের মজার রেসিপি

নানান কাহিনী প্রচলিত আছে 'চিকেন সিক্সটি ফাইভ' নিয়ে। ১৯৬৫ সালে তামিল নাইড়ুর এক রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী এএম বুহারি এই খাবার প্রবর্তন করেন। '৬৫ সালের জন্য নাম হয়েছে 'চিকেন সিক্সটি ফাইভ'।

আবার মনে করা হয় ৬৫ রকম মরিচ ও মসলা ব্যবহার করে এই পদ তৈরি করা হয়। মুরগি ৬৫ টুকরা করে এই খাবার তৈরি করার কারণে এই নাম- এমনও মনে করেন অনেকে।

আরেকটা প্রচলিত ধারণা হচ্ছে ১৯৬৫ সালে চেন্নাইতে সৈনিকদের ক্যান্টিনে খাবারের তালিকা ছিল দীর্ঘ। সেই তালিকায় এই খাবারের

সিরিয়াল নম্বর ছিল ৬৫। অনেকেই সহজভাবে খাবার অর্ডার করার সময় খালি নম্বরটা উল্লেখ করতেন।

সেখান থেকে এই পদের নাম হয়ে যায় চিকেন সিক্সটি ফাইভ।

প্রচলিত গল্প যাই হোক, নাস্তা কিংবা সাইড ডিশ হিসেবে এটা খুবই মজার একটি পদ।

উপকরণ: হাড় ছাড়া মুরগির মাংস ২৫০ গ্রাম (চৌক করে কাটা)। আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ করে। চালের গুঁড়া ২ টেবিল-চামচ।

হলুদ-গুঁড়া ১ চা-চামচ।

মরিচ-গুঁড়া দেড় চা-চামচ।

গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ। জিরা ও ধনে গুঁড়া ১ চা-চামচ করে। লবণ স্বাদ অনুযায়ী।

তেল পরিমাণ মতো। টক দই ১ টেবিল-চামচ। লেবুর রস ১ টেবিল-চামচ। টমেটো সস ১ চা-চামচ। চিলি সস ১ চা-চামচ।

ফ্রাইড চিকেন টসের জন্য: কাঁচা-মরিচ কুচি ২,৩টি।

রসুনকুচি ১ টেবিল-চামচ।

কারিপাতা কয়েকটা।পদ্ধতি: প্রথমে মাংসের সঙ্গে সব উপকরণ ভালোভাবে মেখে ঘণ্টা দুএক মেরিনেইট করে রাখতে হবে।একটা প্যানে ডুবো তেলে মাংসগুলো একটু লালচে করে ভেজে প্যানে টস করতে হবে।এর জন্য আরেকটা প্যানে ২ টেবিল-চামচ তেল দিয়ে তার মধ্যে রসুন কুচি, কাঁচামরিচ কুচি ও কারিপাতা দিয়ে এক মিনিট ভেজে তার মধ্যে ভেজে রাখা মুরগির মাংসগুলো দিয়ে এক মিনিটের মতো টস করে নামিয়ে নিন।

তারপর একটা পরিবেশন পাত্রে ঢেলে পরিবেশন করুন অ্যাপিটাইজার, নাস্তায় বা সাইড ডিশ হিসেবে।

'ব্ল্যাক কফি'র উপকারিতা ও পার্শ প্রতিক্রিয়া

ক্যাফেইন সমৃদ্ধ পানীয় সতেজ অনুভূতি দিলেও বেশি পানে হতে পারে হিতে বিপরীত।

কফির দানার গুঁড়া ও পানি মিলিয়েই সাধারণত ব্ল্যাক কফি তৈরি করে পান করা হয়। কেউ কেউ আবার চিনি, দুধ ক্রিম মিলিয়ে থাকেন। তবে যারা খাঁটি কফি প্রেমী তারা সাধারণত আলাদা কোনো উপাদান কফিতে মেশান না।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ব্ল্যাক কফির উপকারিতা ও অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে হওয়া অপকারিতা সম্পর্কে জানান হল।

৮ আউন্স বা কফির দোকানে রেগুলার কাপের সমপরিমাণ কফি পানে সাধারণত যেসব উপকার মিলতে পারে তা হল-

হৃদযন্ত্র শক্তিশালী করে: ব্ল্যাক কফি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এবং এটা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত দুএক কাপ কফি পান করলে তা হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে এবং হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে।

স্মৃতি শক্তি বাড়ায়: ধারণা করা হয় ব্ল্যাক কফিতে এমন উপাদান আছে যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটা স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি বয়স বৃদ্ধির কারণে স্মৃতিলোপ পাওয়ার ঝুঁকি কমায়।

যকৃত সুস্থ রাখতে: নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে ব্ল্যাক কফি খাওয়া হলে যকৃতের ক্যান্সার, ফ্যাটি লিভার, হেপাটাইটিস, অ্যাল্কোহলের কারণে হওয়া 'লিভার সিরোসিস' হওয়ার ঝুঁকি কমে। ব্ল্যাক কফি যকৃতের ক্ষতিকারক এনজাইমের মাত্রা কমাতেও সহায়তা করে।

পাকস্থলী পরিষ্কার রাখে: কফি মূত্রবর্ধক। তাই, কফি পান শরীর থেকে ক্ষতিকারক উপাদান ও ব্যাক্টেরিয়া বের করে দিয়ে পাকস্থলী পরিষ্কার করতে ও শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ: ব্ল্যাক কফিতে নানা রকমের আন্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায় যা শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। এতে রয়েছে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন বি টু, বি থ্রি এবং বি ফাইভ এবং ম্যাঙ্গানিজ।

ওজন কমাতে সহায়তা করে: শরীরচর্চার কার্যকারিতা বাড়াতে শরীরচর্চা করার ৩০ মিনিট আগে ব্ল্যাক কফি পান করা ভালো। এটা বিপাক ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে সাহায্য করে। এটা পেটের মেদ কমাতেও সহায়তা করে। ব্ল্যাক কফি স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে শরীরের চর্বির কোষ ভেঙে ফেলে এবং গ্লাইকোজেনের বিপরীত শক্তির উৎস হিসেবে সংকেত দেয়।

ব্ল্যাক কফির পার্শ প্রতিক্রিয়া

* অতিরিক্ত কফি পান শরীরের ওপর হরমোনের চাপ বাড়ায়। এতে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ বাড়ে। তাই কফি পরিমিত পান করা উচিত।
* অতিরিক্ত ব্ল্যাক কফি খাওয়া হলে তা ঘুমে জটিলতা ও ঘুমচক্রে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তাই পুষ্টিবিদরা রাতে ঘুমানোর আগে কফি পান না করারা পরামর্শ দেন।
* কফি উচ্চ ক্যাফেইন সমৃদ্ধ। এটা পেটের নানা রকম সমস্যা ও অম্ল, বুক জ্বালাপোড়া করা এমনকি কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।
* অতিরিক্ত ব্ল্যাক কফি গ্রহণ করা হলে দেহ প্রয়োজনীয় খনিজ যেমন- লৌহ, ক্যালসিয়াম ও জিংক শোষণ করতে বাধা পায়।

চুলে মেহেদি ব্যবহারের উপকারিতা

খুশকি, রুক্ষতা, শুষ্কতা, অকালপক্কতা ইত্যাদির সমাধান করা সম্ভব প্রাকৃতিক উপাদান মেহেদি দিয়ে।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে চুলের যত্নে মেহেদির নানান ব্যবহার সম্পর্কে জানানো হল।

মেহেদির উপকারিতা

মেহেদি মাথার ত্বক ঠাণ্ডা ও মসৃণ করতে সাহায্য করে। এটা খুশকি দূর করে। চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং প্রাকৃতিকভাবে কোনো রকম ক্ষতি ছাড়াই চুল রং করতে সাহায্য করে।

মেহেদির গুঁড়া ব্যবহারের আগে যে কোনো প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে কমপক্ষে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে তারপর ব্যবহার করা উচিত।

খুশকি দূর করতে

চার টেবিল-চামচ মেহেদির গুঁড়ার সঙ্গে একটা গোটা লেবুর রস এবং দুই টেবিল-চামচ দই মিশিয়ে ঘন মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন। পেস্টটি মাথার ত্বক ও চুলে মেখে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর সালফেট বিহীন শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার করুন।

চুল পড়া কমাতে

ছয় টেবিল-চামচ আমলকীর গুঁড়া, তিন টেবিল-চামচ মেহেদির গুঁড়া, দুই টেবিল-চামচ মেথি গুঁড়া একটা পাত্রে ভালো মতো মেশান। এরপর এতে ১০ টেবিল-চামচ পানি, একটা ডিমের সাদা অংশ এবং একটা লেবুর রস মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন। প্রয়োজন হলে এতে পানি যোগ করতে পারেন। প্যাকটি তৈরি করে এক ঘন্টা রেখে দিন। এরপর তা সম্পূর্ণ চুলে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত লাগিয়ে এক ঘন্টা অপেক্ষা করুন। সালফেট মুক্ত শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করে কন্ডিশনার ব্যবহার করুন।

সপ্তাহে দুবার ব্যবহারে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।

চুল রাঙাতে

এক টেবিল-চামচ কফি পাউডার পানিতে ফুটিয়ে নিন। ফুটন্ত কফি ঠাণ্ডা করে এর তলানি আলাদা করে নিন। একটা পাত্রে পাঁচ টেবিল-চামচ মেহেদির গুঁড়া নিন এবং এতে আস্তে আস্তে গরম কফি মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন।

চুল কয়েকভাগে ভাগ করে এই প্যাক আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত লাগান। পছন্দের রং পেতে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। তারপর কন্ডিশনার ব্যবহার করুন।

কাছাড়ের কাতিরাইলে ১৩টি বানরের অস্বাভাবিক মৃত্যু, বলছে পিএম রিপোর্ট, ক্ষুব্ধ বিধায়ক

কাটিগড়া (অসম), ৯ জুন (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাতিরাইল পানীয়জল সরবরাহ প্রকল্পের জলাধার থেকে রবিবার (৭ জুন) সন্ধ্যায় ১৩টি মৃত বানরের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন। এলাকার পানীয়জল সরবরাহ প্রকল্পের পরিচালন সমিতি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের উপর বেজায় অসন্তোষ বক্তকরেছেন বিধায়ক।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিধায়ক জৈন সরাসরি গোটা ঘটনার তদন্ত দাবি করেছেন। তিনি বলেন, চরম গাফিলতির জন্য সংশ্লিষ্ট পানীয়জল সরবরাহ প্রকল্পের অন্তর্গত এলাকায় বসবাসকারীদের বিপরীত কিছু ঘটে যায়, তা হলে এর দায় কে নেবে? সুতরাং সঠিক তদন্ত চাইছেন তিনি। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে পৌঁছে পশু চিকিৎসকদের অবৈজ্ঞানিকভাবে সাধারণ ছুরি দিয়ে মৃত বানরের পেট চিরে ময়না তদন্তের ঘটনায়ও ক্ষোভ ব্যক্ত করে বিধায়ক জৈন সংশ্লিষ্ট বিভাগের শীর্ষ কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছেন। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ সহ ভেটেরিনারি বিভাগের দায়সারা কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কাছাড়ের জেলাশাসককে অবগত করেছেন বলে জানান সাংবাদিকদের।

এদিকে, রবিবার বিকেলে উদ্ধারকৃত মৃত বানরের ময়না তদন্তের রিপোর্ট এসেছে। ওই রিপোর্টে নাকি বলা হয়েছে, এটা অস্বাভাবিক মৃত্যু। মঙ্গলবার বনবিভাগের কালাইনের রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার পিঙ্কু সিনহা এই খবর জানিয়েছেন। বন বিভাগের পক্ষ থেকে মৃত বানরের নমুনা পরীক্ষার উন্নতমানের ল্যাবে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও জানান রেঞ্জ অফিসার পিঙ্কু সিনহা।

তবে এতে শঙ্কা বাড়ছে বই কমছে না। বাড়ছে সন্দেহও। কেননা, রবিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে পশু চিকিৎসকরা অবৈজ্ঞানিকভাবে ময়না তদন্ত করতে যেভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন তাতে ক্ষোভ ঘণীভূত হচ্ছে বৃহত্তর এলাকায়।

এ থেকে আরও ভয়ংকর ঘটনা, যে জলাধার থেকে বানরের মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা হয়েছে, সেই জলাধার থেকে পানীয়জল সরবরাহ করা হয়েছে কি, না-বিকল্প রিজার্ভয়ার থেকে ওইদিন পানীয়জল সরবরাহ করা হয়েছে সে সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হননি এলাকার বাসিন্দারা। যদিও এক পক্ষ বলছে এই রিজার্ভয়ার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে বহুদিন থেকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য বারবার চাপ সৃষ্টি করা হলেও তাতে যেমন পরিচালন সমিতি আমল দেয়নি ঠিক তেমনি আমল দেয়নি সংশ্লিষ্ট বিভাগও। পরিত্যক্ত এই জলাধার থেকে যদি কোনও অবস্থায় সচল রিজার্ভয়ারের সংযোগ ঘটে, তা হলে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিতে পারে, এটাই এখন চরম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

করোনা উপসর্গহীনরা কেবল অফিসে আসবে, নির্দেশিকা নবান্নের

কলকাতা, ৯ জুন (হি. স.): নবান্নের ১৪ তলাতেও হানা দিয়েছে করোনা। তিন সচিবের গাড়ি চালকের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। যার জেরে নয়া নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার। করোনার কোনও রকম উপসর্গ দেখা গেলে সেই কর্মচারীকে বাড়ি থেকেই কাজ করার নির্দেশ দিল নবান্ন। অন্যদিকে যে সমস্ত কর্মীর বাড়ি ঝুঁকিপূর্ণ (কন্টেনমেন্ট জোন) এলাকায় তাঁদেরও অফিসে আসার দরকার নেই। তাঁরা বাড়ি থেকেই কাজ করবেন।

এদিন নবান্নের তরফে ১১ দফা নির্দেশিকা দিয়ে জানানো হয়েছে, করোনা সংক্রমণের উপসর্গ নেই এমন অফিসার, কর্মীরাই শুধু অফিসে আসবে এক দিন অন্তর। কোনও কর্মীর যদি অল্প জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদি দেখা দেয় তবে তাঁকে অফিসে আসতে হবে না। পাশাপাশি, যে সব কর্মীরা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় থাকেন ওই এলাকা যতদিন না সি ক্যাটাগরিতে আসছে ততদিন তাঁরা বাড়ি থেকে কাজ করবেন।

এছাড়াও বলা হয়েছে, যে সব জায়গায় অফিসার, কর্মীরা একই জায়গায় বসে কাজ করেন সেখানে ১০ জনের বেশি একসঙ্গে বসে কাজ করা যাবেনা। দু'জন কর্মীর মধ্যে কমপক্ষে দু'মিটারের দূরত্ব বজায় রেখে বসার ব্যবস্থা করতে হবে। পরবর্তী পরিস্থিতিতে ১০ কর্মীতে যদি দেখা যায় ওই দূরত্ব রক্ষা করা যাচ্ছেনা সেক্ষেত্রে কর্মী সংখ্যা আরও কমিয়ে আনতে হবে। আগের নির্দেশ মতো সেক্ষেত্রে ৭০ শতাংশের উপস্থিতিও তখন কমিয়ে দেওয়া হতে পারে। তখন সপ্তাহ অনুযায়ী রস্টার বানানো হবে বলে জানানো হয়েছে ওই নির্দেশিকায়।

যে সব অফিসারের পদ ডেপুটি সেক্রেটারির উপরে এবং অফিসে আলাদা কেবিন, কিউবিক্যাল বা বসার ব্যবস্থা আছে তাদের প্রতিদিন অফিসে আসতে হবে। সাধারণ ভাবে নির্দিষ্ট সময় থেকে কাজ করতে হবে। বলে জানানো হয়েছে নির্দেশিকায়। রস্টার ও অন্য কারণে যে সব অফিসার ও কর্মী অফিসে আসবেন না তাদের ই-অফিস ব্যবস্থার মাধ্যমে বাড়ি থেকেই কাজ করতে হবে। যে সব জায়গায় এই ব্যবস্থা নেই সেখান যত দ্রুত সম্ভব ই-অফিসের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্যদিকে, অফিসে সব সময়ে মাস্ক পড়া ও বারবার হাত ধোয়া এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।অন্যথায়, কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে ওই ব্যাক্তিকে। একইসঙ্গে সকলকে অপরের নিরাপত্তার বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। সরকারি অফিসে বাইরে থেকে কাজের জন্য আসা ভিজিটরদের বসার জায়গাতেও দূরত্ব রক্ষা করতে হবে। অফিসার ও কর্মীদের ব্যবহার করা সামগ্রী যেমন কিবোর্ড, মাউস, ফোন, এসি রিমোট ইত্যাদি নিজেদেরই যতটা সম্ভব ডিসিইনফেক্ট করতে হবে।পনেরো দিন অন্তর অফিস স্যানিটাইজ করতে হবে। এছাড়া নিয়মিত সকলে স্পর্শ করে এমন জায়গা যেমন ইলেক্ট্রিক সুইচ, দরজার নব, লিফটের সুইচ ইত্যাদি স্যানিটাইজ করতে হবে বারবার। মুখোমুখি বসে কোনও মিটিং বা আলোচনা করা যাবে না। ফোন, ইন্টারকম, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক সারতে হবে।লিফটে একসঙ্গে তিনজনের বেশি ওঠানামা করা যাবে না।

নতুন করে ৩৭২ বেড়ে পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত ৮৯৮৫ জন : স্বাস্থ্য দফতর

কলকাতা, ৯ জুন (হি. স.): কয়েক দিন ক্রমশ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছিল। মঙ্গলবার সেদিকে একটু স্বস্তি দিয়ে নিম্নমুখী হল আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৭২ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে ১০জনের। সুস্থ হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বাড়ি গিয়েছেন ১৫৫জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯৫০। মঙ্গলবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৯৮৫ জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ৩৬২০জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪১২জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪০.২৪শতাংশ সুস্থ হয়েছ।

এদিকে রেকর্ড সংক্রমণ হয়েছে কলকাতায়। গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে পাওয়া গিয়েছে ১৩২টি নতুন কেস। যা এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক। কলকাতা থেকে পাওয়া গেছে মোট ৩০১৮টি কেস। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০জন্য সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ১২০৫জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৫জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ২৬৫জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৫৪৮জন। বাকি মৃতদের মধ্যে তিনজন হাওড়া, একজন উত্তর ২৪ পরগনার, এবং একজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ৭ হাজার ৮০২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২ লাখ ৮৭হাজার ৯০০টি। এখন রাজ্যে ৪৩টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্তবাস রয়েছেন ২২হাজার ১০৬জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ৬৯হাজার ৯০৪জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ১লাখ ৫৬হাজার ৯৪৩জন। বাড়িতে একান্তবাসে নজর দারি শেষ হয়েছে, ১লাখ ১০হাজার ১৩৭জনের। এদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে ১১ হাজার ৭০৬ টি প্রতিষ্ঠানিক একান্তবাস বানানো হয়েছে। যেখানে রয়েছেন, ১ লাখ ২৮হাজার ৭৮১ জন। এখান থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৯৩ হাজার ৭৩৭জন।

ফেসবুকে উপর্যুপরি ভারত-বিদ্বেষি, শাস্তির দাবিতে সরব তথাগতও

কলকাতা, ৯ জুন (হি. স.) : নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ও বিজেপি নেত্রী সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে ফেসবুকে আশালীন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আলোড়ণ শুরু হয়েছে। সরব হয়েছেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়ও।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রজিবুল মোল্লার একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘পাকিস্তান যখন ভারতীয় সেনার জওয়ানদের মারে, তখন মন খুশিতে ভরে যায়।” সে আর একটি পোস্টে বাংলা তথা ভারতের গর্ব নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে গালাগাল দিয়েছে। পাকিস্তানের সমর্থন করে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের বিরুদ্ধে বিষ উগড়ে দেয় বাংলারই এই যুবক। জয়নগরের বাসিন্দা রজিবুল ফেসবুকে একের পর এক ভারত এবং হিন্দু বিদ্বেষী পোস্ট করে রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তার আর একটি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে সে হিন্দু দেবী ‘মা দুর্গা” এবং ভগবান শ্রী রামকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছে। এছাড়াও হিন্দু মহিলাদেরও আক্রমণ করতে ছাড়েনি মোল্লা। ফেসবুকে একের পর এক পোস্ট করে হিন্দু ধর্ম এবং ভারতবর্ষের নামে বিষ উগড়ে গেছে সে।মোল্লা আরেকটি ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে বিজেপির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে নিয়েও কুরুচিকর মন্তব্য করেছে। এহেন ভারত এবং সেনা বিদ্বেষী মন্তব্যের জন্য অনেকেই রজিবুলের কড়া শাস্তির আবেদন জানিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এখন শেষ ভরসা প্রশাসনের উপর।

তথাগত রায় টুইটে লিখেছেন, “কোথা থেকে সাহস পাচ্ছে তাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে? তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে। রজিবুল মোল্লা একা নয়, এরকম নরপশু ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক আছে। ”

সুমনকান্তি মান্না নামে এক ব্যক্তি মমতা প্রশাসনকে ট্যাগ করে টুইটে প্রশ্ন করেছেন,পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন অনুযায়ী এর কোনো শাস্তি হবে কি?“ দিলীপ ব্যানার্জী নামে এক ব্যক্তি এর আগে টুইটে লেখেন, এরা এতো সাহস কোথা থেকে পাচ্ছে ? সাংসদ লকেট চ্যাটার্জিকে গ্যাং রেপ করার ইচ্ছের বিতর্কিত পোস্ট করেছে রাজিবুল।

ভার্চুয়াল মিটিংয়ের সময় দুর্গাপুরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ ৫২ জন

দুর্গাপুর,৯ জুন (হি. স.) : শিল্পাঞ্চলে ঘাসফুল শিবিরে ভাঙন। অমিত শাহভার্চুয়াল মিটিংয়ের সময় বিজেপিতে যোগ দিলেন ৫০ র বেশী তৃণমূলকর্মী। বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসকদলের ঘর ভাঙতে শুরু করায় পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরজুড়ে জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে জনসম্পর্কে নেমেছে গেরুয়া শিবির। লকডাউনে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে মঙ্গলবার ভার্চুয়াল মিটিং করে বিজেপি। প্রধান বক্তা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের সমস্ত জেলায় বুথস্তর থেকে কর্মীরা সামিল ছিল ওই মিটিংয়ে। কোথাও আবার জায়েন্ট স্ক্রীনও বসানো হয়। এদিন দুর্গাপুরে ২৪ নং ওয়ার্ড এলাকায় বিজেপির জনসম্পর্ক যাত্রা অনুষ্ঠান দেখানোর আয়োজন করে স্থানীয় কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি লক্ষণ ঘোড়ুই। ভার্চুয়াল মিটিং শেষে এলাকার ৫২ জন তৃণমূল কর্মী সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেয় জেলা সভাপতি লক্ষণ ঘোড়ুই।

তিনি জানান,’ পরিবর্তনের জামানা থেকে মানুষ পরিত্রান চাইছে। কেন্দ্রের আয়ুষ্মান কার্ড থেকে কৃষকদের ভাতা প্রদান কিভানে রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করছে, সেসব উপলব্ধি করেই ৫২ জন তৃণমূলকর্মী বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। বিজেপির কাজে তারা অনুপ্রনাতি। এরকম অনেকে রাজ্যের শাসক দলের প্রতি তিতিবিরক্ত হয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।’ যদিও বিষয়টিকে মোটেই গুরুত্ব দিতে চাননি তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্গাপুর পূর্বের কো- অর্ডিনেটর ধৃতি ব্যানার্জী জালান। তিনি বলেন,’ তাদের জন্য দলের বিশাল কোন ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। বিজেপিতে বিশেষ কিছু সুবিধা পাবে বলে মনে হয় না। তবুও কেন যোগ দিয়েছে, খতিয়ে দেখব।’

সবটাই নকল করার প্রচেষ্টা, কটাক্ষ অমিত মিত্রর

কলকাতা,৯ জুন (হি স): মঙ্গলবার থেকে শুরু হয় বিজেপির ”ভার্চুয়াল র‍্যালি ” (অনলাইন জনসভা)।এদিনের সভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সুর চড়িয়ে বলেন, ”রাজ্য সরকার বাংলার কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি করছে”। আর এরপরেই সাংবাদিক সম্মেলন করে ”সবটাই নকল করার প্রচেষ্টা” বলে পাল্টা কটাক্ষ করেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র।

এই প্রসঙ্গে অমিত মিত্র বলেন, ” ওরা আমাদের নকল করে। সবটাই নকল করার প্রচেষ্টা। আয়ুষ্মান ভারত ২০১৬ সালে প্রকল্প করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দেড় কোটি পরিবার বিমার আওতায় আসবে। ৫ লাখ টাকা করে পাবে। দেড় বছর পর সেই আয়ুষ্মান নাম শোনা গেল। কিন্তু হল না। পুরোটাই অসত্য, মিথ্যা, নকল আর ভাঁওতাবাজি।পরিযায়ী শ্রমিকদের কত টাকা দিয়েছেন,শূন্য! খাবারের জন্য কিছু দিয়েছেন! সেটা কাদের দিয়েছেন কোন ফান্ডে!২০১১ সালে বাংলার ৭৫ লাখ ঘরে বিদ্যুৎ ছিল। এখন ২ কোটির উপরে লোক বিদ্যুৎ পায়। কোথায় টাকা ! ২০১১ থেকে মাত্র ৫৮০০ কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্য দিয়েছে ২৭ হাজার কোটি টাকা। আমি চ্যালেঞ্জ করতে চাই”।

মালদা জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, আহত ৩

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ জুন (হি. স.) : মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার চাঁচলগামী জাতীয় সড়কে ট্রাক ও বাইকের সংঘর্ষে আহত হলেন ৩জন। মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত হন তিনজন। আহতরা হলেন শেখ শুকুরুল্লা, শংকর মহালদার ও মনতোষ মহালদার। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হরিশ্চন্দ্রপুর-চাঁচল জাতীয় সড়কে তুলসিহাটার দিক থেকে একটি সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক বেপরোয়া গতিতে আসছিল। উল্টোদিকে কিরণ বালা গার্লস স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি বাইকে ধাক্কা মেরে পাশের নয়ানজুলিতে উল্টে পড়ে একটি সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক। দুর্ঘটনায় ৩ বাইক আরোহী গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা আহত অবস্থায় তাঁদের হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক ও খালাসি দু'জনেই পলাতক। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মুম্বইতে ১৮৭১ জন পুলিশ কর্মী করোনায় আক্রান্ত

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি. স.): করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত মহারাষ্ট্রের। এর থেকে নিস্তার নেই পুলিশকর্মীদেরও।মুম্বইয়ের ১৮৭১ জন পুলিশকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের। মুম্বই পুলিশের মুখপাত্র মতে ১৮৯১ জন আক্রান্তের মধ্যে ২৫৯ জন আধিকারিক পর্যায় কর্মরত। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৮৫৩। এদের মধ্যে ২৫৯ জন পুনরায় ডিউটিতে যোগ দিয়েছেন। মুম্বই পুলিশের সঙ্গে কাজ করা স্টেট রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের ৮২ জন জওয়ান করোনায় সংক্রমিত হয়েছে। ৫৫ বছর বয়সীর বেশি পুলিশ কর্মীদের বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছে। ৫০ থেকে ৫৫ বছর বয়সীদের থানার মধ্যে নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এমনই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

মানুষের পাশে বাংলার যুব শক্তি, পরিকল্পনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ জুন (হি. স.) : শুরু হতে চলেছে আরও এক নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ। ‘বাংলার যুব শক্তি’ নামের এই কর্মকান্ডের নেপথ্যে কাজ করছে যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে এই প্রকল্প চালু হতে চলেছে বাংলার প্রতিটি ব্লক ও পুরসভায়।

পরিকল্পনা চলবে পুরো এক মাস। শেষ হবে ১১ জুলাই। মূলত যুব তৃণমূলের কর্মীরাই এই কাজ করবে নিজ নিজ এলাকায় আমজনতাকে করোনার হাত থেকে বাঁচাতে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই প্রকল্পই যুব তৃণমূলের নতুন প্রচার কৌশল হতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে।

এর আগে একসময় যুব তৃণমূল এবং মূল তৃণমূলের ঠান্ডা লড়াই নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক দেখা দেয়। খোদ তৃণমূলনেত্রী তাতে প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানিয়ে যুব তৃণমূলকে সংযত থাকার নির্দেশ দেন। তার পর বেশ কিছুকাল আড়ালে ছিল যুব তৃণমূলের কর্মকান্ড। জানা গিয়েছে, করোনার আবহে এই প্রকল্পের মাধ্যমে যুব তৃণমূলের কর্মীরা মূলত লক্ষ্য রাখবেন এলাকায় যাতে সংক্রমণ ছড়িয়ে যেতে না পারে। তার জন্য সচেতনতার প্রচার করার পাশাপাশি আমজনতার বিশেষ করে পাড়ার কার কখন কী লাগবে সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়া কর্মীদের। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই হবে করোনার হাত থেকে বাংলার মানুষকে বাঁচানো ও এই মারণ ভাইরাসকে নির্মূল করা। মনে করা হচ্ছে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপির নানা কর্মসূচীর কার্যত পাল্টা কর্মসূচী হয়ে উঠতে চলেছে এই রাজনৈতিক প্রকল্পটি। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে ‘দিদিকে বলো’ কর্মসূচী চালু করেছিল তৃণমূল, যা কার্যত সুপারডুপার হিট হয়েছে। মনে করা হচ্ছে এবার ‘বাংলার যুব শক্তি’ প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ তৈরি করে ফেলবে তৃণমূল।

নাগাল্যান্ডে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে ১২৭

গুয়াহাটি, ৯ জুন (হি.স.) : নাগাল্যান্ডে মঙ্গলবার আরও পাঁচ করোনা সংক্রমিতের খবর পাওয়া গেছে। এ নিয়ে নাগাল্যান্ডে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১২৭ পর্যন্ত বেড়েছে। গতকালের মতো আজকের নতুন আক্রান্তরা সবাই বহিঃরাজ্য থেকে আগত। তাঁদের মধ্যে ৪ জন ডিমাপুর এবং ১ জন কোহিমা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন। চেন্নাই থেকে আসার পর তাদের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছিল। আজ সকালে পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী এস পাংন্যু ফোম তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে এই খবর জানিয়েছেন। গতকালও রাজ্যে নতুন আরও পাঁচ করোনা সংক্রমিতের খবর দিয়েছিলেন মন্ত্রী। তাঁরাও বহিঃরাজ্য ফেরত। রাজ্যে আটজন রোগী সুস্থ হওয়ার পাশাপাশি ১১৯ জন সক্রিয় রোগী রয়েছেন বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী এস পাংন্যু ফোম।

প্রসঙ্গত, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অসমে সর্বাধিক। এই খবর লেখা পর্যন্ত অসমে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২৮৬৮, সুস্থ হয়েছেন ৭৮৪ এবং ২০৭৬ জন সক্রিয়। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। আক্রান্তের তালিকায় দ্বিতীয় ত্রিপুরায় এই খবর লেখা পর্যন্ত ৮৪১টি করোনা মামলার মধ্যে ১৯২ জনকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সক্রিয় রোগী ৬৬৯ জন। তাদের মধ্যে তিনজন ত্রিপুরার বাইরে রয়েছেন এবং একজন আত্মঘাতী।

তৃতীয় স্থানাধিকারী মণিপুরে ১৭২ জনের মধ্যে ৫২ জন সুস্থ হয়েছেন। মেঘালয়ে ৩৩টি পজিটিভ মামলা ধরা পড়েছে। তার মধ্যে একজনের মৃত্যুর পাশাপাশি ১৩ জনকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ দেওয়া হয়েছে। মিজোরামে ৪২টি মামলা ধরা পড়েছে। এর মধ্যে একজন সুস্থ হয়েছেন, চিকিৎসা চলছে ৪১ জনের। অরুণাচল প্রদেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫১। এর মধ্যে ১ জনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সক্রিয় রোগী ৫০ জন। এছাড়া সিকিমে নতুন আক্রান্তকে নিয়ে এখন পর্যন্ত ১০ জনকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

করোনা মোকাবিলায় সর্বদলীয় বৈঠক উপরাজ্যপালের

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি. স.): দিল্লিতে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত। কোনভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছে না করোনা সংক্রমনের ওপর। করোনা কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা গোষ্ঠী সংক্রমণ নিয়েও চর্চা তুঙ্গে হচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠক করেন উপ-রাজ্যপাল অনিল বৈজাল। এই বৈঠকের আগে দিল্লি সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন উপ-রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল অসুস্থ থাকার কারণে উপরাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকে করেন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। উপমুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন বৈঠকে করোনা মোকাবিলার রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়।

অন্যদিকে, দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন দাবি করেছেন এমসের অধিকর্তা জানিয়েছে যে দিল্লিতে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিনের সর্বদলীয় বৈঠকের পর নিজের টুইট বার্তায় উপ-রাজ্যপাল জানিয়েছেন, আইসিএমআর এর নির্দেশিকা মেনে করোনা পরীক্ষা করতে হবে। নিয়ম মেনে করোনা আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।উপমুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করতে বলেছেন উপরাজ্যপাল। স্বাস্থ্যকর্মীর যে ঘাটতি আছে তা পূরণ করার পরামর্শ উপমুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছেন উপরাজ্যপাল।

দিল্লিতে হয়েছে কোন করোনার গোষ্ঠীর সংক্রমণ, মানলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি. স.): দিল্লিতে ক্রমেই বেড়ে চলেছে করোনার সংক্রমণ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে রাজনৈতিক তরজা। রাজধানীর বুকে গোষ্ঠী সংক্রমণ বা কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়েছে বলে দাবি করেছেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন।কেন্দ্রকে খোঁচা দিয়ে তার দাবি গোষ্ঠী সংক্রমনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কেন্দ্রের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে।

মঙ্গলবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, দিল্লিতে করোনার যে গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়েছে তা খোদ মেনে নিয়েছে এইমসের অধিকর্তা। আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার দায়িত্ব কেন্দ্রের। উপ-রাজ্যপাল অনিল বৈজালকে কটাক্ষ করে তার দাবি দিল্লিবাসীদের চিকিৎসার কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল যে ঘোষণা করেছিলেন, তা পরিবর্তন করেছেন উপরাজ্যপাল। ফলে দিল্লিবাসীদের চিকিৎসা এখন কোথায় হবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিমান দিল্লিতে আসে তাই এখানে করোনার আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, রবিবার মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ঘোষণা করেছিলেন যে দিল্লির সরকারের অধীনে থাকা হাসপাতালগুলিতে শুধুমাত্র রাজধানীবাসীদের চিকিৎসা হবে।ভিন রাজ্য থেকে আসা লোকেদের চিকিৎসা দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হাসপাতালগুলিতে হবে। মঙ্গলবার রাতে কেজরিওয়ালের এই নির্দেশিকা রদ করে তা পরিবর্তন করেন উপ-রাজ্যপাল অনিল বৈজাল।

তৃণমূলের পাখির চোখ মানুষের পাশে দাঁড়ানো : ডেরেক

কলকাতা, ৯জুন (হি. স.):এই মুহুর্তে রাজনীতি নয় তৃণমূলের লক্ষ অতিমারি ও আমফানের বিপর্যস্তদের পাশে দাঁড়ানো। মঙ্গলবার পালটা তোপ দাগলেন তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়ান। এদিন সোশাল মিডিয়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমিত শাহকে পালটা একহাত নিলেন ডেরেক। এদিন বিজেপির ভার্চুয়াল সভায় রেকর্ড মানুষের উপস্থিতি নিয়ে রাজ্যের শাসক দলের একের পর এক ইস্যুতে বিদ্ধ করেন অমিত শাহ। তারপর থেকেই সংবাদ মাধ্যমকে সামনে রেখে তৃণমূলের পক্ষ থেকে পালা করে আক্রমণ শানানো হয়।

ডেরেক বলেন, ’এই মুহূর্তে তৃণমূলের একটাই লক্ষ্য রাজনীতি ভুলে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। কারণ রাজ্যের মানুষ যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা চোখে দেখার মত নয়। একই সঙ্গে এই সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মানুষ তাকে ভালবাসেন এবং তাকে নির্বাচিত করেছেন।’ পাশাপাশি পরিশ্রমিক নিয়েও তিনি কড়া ভাষায় আক্রমণ করে অমিত শাহ কে বলেন, ’পরিযায়ী শ্রমিকদের গরু-ছাগলের মত টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট দরদী এপর্যন্ত কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় তা করে দেখিয়েছেন তিনি শ্রমিকদের জন্য ১০ লক্ষ টাকার বিমা করেছেন।’

পাশাপাশি রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আমফান। বহু মানুষ এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বাংলার বিভিন্ন জেলায়। এ প্রসঙ্গে ডেরেক বলেন, ’ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ১ লক্ষ কোটি টাকার কিন্তু কেন্দ্র দিয়েছে মাত্র হাজার কোটি এখনও বেশিরভাগ অংশ দওয়া হয়নি। এমনকি জিএসটি বাবদ রাজ্যের পাওনা টাকা ও এখনো পর্যন্ত দেয়নি কেন্দ্র। সেই টাকা পেলেও মানুষের জন্য কিছুটা হলেও কাজে লাগানো যেত।’ তিনি আরও বলেন, ’দেশের জিডিপির থেকে রাজ্যের অবস্থা অনেক ভালো।’

এদিন প্রাইম মিনিস্টার রিলিফ কেয়ার কেয়ার ফান্ডকেও কটাক্ষ করেন ডেরেক। তিনি বলেন, ’ওটা প্রাইম মিনিস্টার রিলিফ কেয়ার ফান্ড নয় ওটা পিএম প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।’ আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প নিয়ে এদিন তিনি অমিত শাহকে কড়া ভাষায় জবাব দিয়ে বলেন, ’২০১৬ সালে স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য। স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের পুরো টাকা দেয় রাজ্য। কেন্দ্র দেয় না। এক কোটি মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পান। আয়ুষ্মান প্রকল্প নিয়ে বিজেপির নেতারা যে তথ্য দিয়েছেন সেই তথ্য আপনি ভার্চুয়াল সভায় বলে দিচ্ছেন। আপনি সত্যটা জানেন না।’

করোনা আতঙ্কে সিল করে দেওয়া হল পুলিশের সদর দফতর

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে দিল্লিতে। কিন্তু ঘুম ছুটেছে হিমাচলপ্রদেশ পুলিশের সদর দফতরে। সিল করে দেওয়া হয়েছে গোটা সদর দফতর। রাজ্য পুলিশের ডিজি ও ৩০ পুলিশকর্মীকে পাঠানো হয়েছে কোয়ারেন্টাইনে (একান্তবাস)। ঘটনার সূত্রপাত ১ জুন হিমাচলপ্রদেশ পুলিশের সদর দফতরে নবনিযুক্ত ডিজি সঞ্জয় কুণ্ডুকে অভিনন্দন জানাতে দিল্লি থেকে শিমলা যান এক ব্যক্তি। অভিনন্দন জানিয়ে পরে সে দিল্লি ফিরে আসে। ৮ জুন তার লালারসের নমুনায় করোনার সংক্রমণ মেলে। এদিন তার মৃত্যু হয় করোনায় আক্রান্ত হয়ে। এরপরই চিন্তার ভাঁজ পরে পুলিশের মধ্যে। সিল করে দেওয়া হয় সদর দফতর। বাড়িতেই একান্তবাসে পাঠানো হয় ডিজি সঞ্জয় কুণ্ডু ও ৩০ জন পুলিশকর্মীকে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে প্রত্যেক পুলিশকর্মীর এবং ডিজির লালারসের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়।এই সকল পুলিশ কর্মীদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৮৯ সালের ব্যাচের এই আইপিএস আধিকারিক মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুরের খুবই ঘনিষ্ঠ।৩১ মে সঞ্জয় কুণ্ডু রাজ্য পুলিশের ডিজি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। গোটা হিমাচল প্রদেশ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩১।

লক্ষণহীন রোগীদের থেকে সংক্রমণ ছড়ানো সম্ভাবনা কম থাকে : হু

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি.স.): লক্ষণহীন করোনার আক্রান্ত রোগীদের থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এমনটাই জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। হু-র সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনার লক্ষণহীন রোগীদের থেকে করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার হার অত্যন্ত কম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কারিগরি প্রধান মারিয়া ওয়ান জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটি দেশ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, লক্ষণহীন করোনার আক্রান্ত ব্যক্তিদের থেকে খুব কম সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে লক্ষণহীন রোগীদের সংক্রমণের ঝুঁকি কম।তবে এ বিষয়ে আরও গবেষণা করা হচ্ছে।

দেখা গেছে ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে করোনার আক্রান্ত রোগীদের কোনও লক্ষণহীন নেই। এই রোগীদের লক্ষণ না থাকার দরুন তারা এ সম্পর্কে জানতেও পারে না। এদিকে, আইসিএমআর দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ লক্ষণহীন রোগীর কথা জানা গেছে, যদিও আইসিএমআর এখনও ছয়ের পাতায়

করোনার থাবা ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রে, বন্ধ সমস্ত পরিষেবা

ময়নাগুড়ি, ৯ জুন (হি. স.) : এবার করোনার থাবা গিয়ে পড়ল জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রে। যার জেরে বন্ধ হয়ে পড়ল ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রের সমস্ত পরিষেবা।

জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রের আধিকারিক গোবিন্দ বর্মন কয়েকদিন আগে অপর এক কর্মীকে নিয়ে লালার নমুনা পরীক্ষা করতে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁদের দু'জনেরই লালার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। গতকাল রাতে দু'জনের রিপোর্ট এসে পৌঁছায়। সেখানে ওই কর্মীর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তবে ওই কর্মীর বাইরে যাওয়ার কোনও রেকর্ড নেই। ময়নাগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, দমকল কেন্দ্রের এক কর্মীর শরীরে করোনা সংক্রমণের হদিস মিলেছে। তাঁকে জলপাইগুড়ি কোভিড হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা চলছে।

এদিকে আগামী ১৪ দিন ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রের সমস্ত রকমের পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন ময়নাগুড়ি দমকল কেন্দ্রের আধিকারিক গোবিন্দ বর্মন। তার পরিবর্তে জরুরিভিত্তিতে ময়নাগুড়িতে দমকলের কোনও প্রয়োজন হলে সেই চাহিদা মেটাবে জলপাইগুড়ি অথবা ধূপগুড়ি থেকে আসা দমকল কর্মীরা।

ফের শুটিং শুরু নিয়ে অনিশ্চয়তা টলিপাড়ায়

কলকাতা, ৯ জুন (হি স): রাত পোহালেই নিজের ছন্দে ফেরার কথা ছিল টলিপাড়ার ।সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে বুধবার থেকে শুটিং শুরু হওয়ার কথা হয়েছিল টলিপাড়ায়। কিন্তু আবারও বাঁধা। টলিপাড়ার এক সংগঠনের পক্ষ থেকে শুটিং শুরুতে আপত্তি তোলা হয়েছে। যার জেরে আগামীকাল আদৌ টলিপাড়ায় শুটিং শুরু হবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে অনেকেই।

আনলক ওয়ানে ১ জুন থেকে শুটিং শুরুর ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দিয়েছিল রাজ্য সরকার ।কিন্তু ছাড়পত্র দেওয়া সত্ত্বেও এখনও শুটিং শুরু করা যাচ্ছিল না টলিপাড়ায়। কিভাবে সুরক্ষা বিধি মেনে শুরু হবে শুটিং সেই নিয়ে বেশকিছু বৈঠকের পর সমাধান সূত্র বের হয়। অবশেষে সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে নিজের ছন্দে ফিরতে চলেছিল টলিউড। ১০ জুন থেকে টলিপাড়ায় শুরু হওয়ার কথা ছিল ধারাবাহিক,সিনেমার শুটিং। কিন্তু এরই মাঝে টলিপাড়ার একটি সংগঠনের তরফে আপত্তি তোলা হয়েছে। মূলত শুটিংয়ের ক্যামেরা, লাইট জেনারেটর, পোশাক, গয়না, স্পেশাল এফেক্ট, রেন মেশিন, খাবার সাপ্লাই করার কাজ এরা করে থাকেন। তাদের দাবি কিছুদিন আগে যে টলিপাড়ায় বৈঠক হয়েছিল শুটিং শুরু নিয়ে সেই বৈঠকে তাদের ডাকা হয়নি। সদস্যদের নিরাপত্তা কিভাবে দেওয়া হবে।কীভাবে তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পরিকল্পনা করা হবে।সে বিষয়ে সাংগঠনিক ভাবে তাঁদের কিছুই জানানো হয়নি বলে অভিযোগ তাদের। ফলে এখন অপেক্ষা আগামীকালের। আদৌ আগামীকাল শুটিং শুরু হবে কিনা তার দিকে।

শহরজুড়ে কড়া নাকা চেকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ৯ জুন (হি স): শুরু হয়েছে পঞ্চম দফার লকডাউন আনলক ওয়ান। কিন্তু করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত তিলোত্তমা। অদৃশ্য এক ভাইরাসের সঙ্গে লড়ছে গোটা শহরতলী। তবে এরই মাঝে লকডাউন সঠিকভাবে মান্যতা দিতে তৎপর প্রশাসন। মঙ্গলবার শহরের বিভিন্ন রাস্তায় কড়া নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের।

যতই এগোচ্ছে ততই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ।করোনা সংক্রমণ বজায় রাখতে হবে দূরত্ব এড়াতে হবে ভিড়। তাই শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। রাস্তার মোড় থেকে পাড়ার অলিগলি সর্বত্রই চলছে পুলিশি টহল। ক্রমাগত চলছে মাইকিং ।পাশাপাশি কড়া ভাবে চলছে নাকা চেকিং। শহরের রাস্তায় প্রাইভেট কার থেকে বাইক কিংবা স্কুটি, প্রতিটিগাড়ি থামিয়ে নাকা ছেকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। কি কারণে রাস্তায় বেরিয়েছে তা খতিয়ে জানতে চাইছে পুলিশ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পরিষেবা দিতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি বলেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছি : সাধন পান্ডে

কলকাতা, ৯জুন (হি. স.): 'মানুষকে পরিষেবা দিতে গিয়ে বাধা প্রাপ্ত হয়েছি। তাই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলাম।' সাফাই দিলেন ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডে। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রকাশ্যে মুখ খোলা নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন সাধন। সম্প্রতি বিপর্যয় মোকাবিলায় উত্তর কলকাতায় কাজে নেবে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ক্রেতা সুরক্ষামন্ত্রীকে। আর সে কারণেই মানুষের কষ্ট দেখে তিনি রেয়াত করেননি নিজের দলের মন্ত্রীকেও। প্রকাশ্যে তোপ দেগেছিলেন ফিরহাদ হাকিমকে। যদিও সে কারণে তাকে দল থেকে শোকজ করা হয়েছিল। প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে চিঠির কথা তিনি স্বীকার করে নেন।

এদিন সাধন পাণ্ডে বলেন, 'মানুষের কাজে অসুবিধা হয়েছে দেখে চুপ থাকতে পারিনি। আমার কাজ মানুষের পাশে দাঁড়ানো। সেই কাজ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলাম এ কারণে দল থেকে আমাকে চিঠিও দিয়েছে। আমি তার উত্তর পাঠিয়ে দিয়েছি। পার্টি চিন্তাভাবনা করছে আমার উত্তর নিয়ে। ক্যাবিনেট মিটিংএ আমার সঙ্গে ফিরহদের দেখা হয়েছে। কথা হয়েছে। ও আমার ছোট ভাইয়ের মত। আমার সঙ্গে কারোর ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ হয় না। মানুষের দুঃখে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিছুটা খারাপ হয়েছিল। কিন্তু এখন ঠিক আছে। সবাই কাজ করছে একটু লেট হয়েছে। লকডাউনের প্রথম দিন থেকে এলাকায় নেমে মানুষের স্বার্থে কাজ করছি।' সাধন পান্ডের সঙ্গে ফিরহাদ হাকিমের সংঘাত প্রকাশ্যে আসতেই ময়দানে নেমে পড়েন বিধায়ক পরেশ পাল। তিনিও সুভাষ সরোবর তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সাধন পান্ডে কে দল থেকে উৎখাত করার কথা বলেছিলেন। যদিও তাকেও রেহাদ করা হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাকেও শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। পাশাপাশি পরের সাধন পান্ডেকে যে ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন তাও নিন্দনীয় ছিল দলীয় নেতৃত্বের একাংশের মতে।

এদিন পরেশ পাল প্রসঙ্গে সাধন পান্ডের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'ওর চৈতন্য হোক। ঠিক যেমনটা শ্রীরামকৃষ্ণ বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন।' পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যেভাবে বিরোধী দল গুলি রাজনৈতিক স্বার্থে রাজ্যের শাসক দলকে নানা ইস্যুতে বিধছেন। সে প্রসঙ্গ তিনি বলেন, 'এ সময় বাংলা কঠিন সময়ে রয়েছে। কেউ রাজনীতি করবেন না দয়া করে। বাংলা মা এসময় কাঁদছে তার পাশে দাঁড়ান সবাই একসঙ্গে। আমি এ রাজ্যের আট বারের বিধায়ক। আমার সঙ্গে সব দলেরই সুসম্পর্ক আছে। তাই সকলের কাছে রাজনীতি না করার আবেদন।'

তৃণমূলের বর্ষিয়ান মন্ত্রী সাধন পান্ডে এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভার্চুয়াল সভাকে কটাক্ষ করে বলেন, 'আয়ুষ্মাণ ভারত পর্কল্পের আগে থেকে বাংলায় স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প চলছে। সরকার এর অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের ফলে। এখন এটা বদল করা সম্ভব নয়। তাছাড়া রাজ্যকে যদি চল্লিশ শতাংশ টাকা দিতে হয় আয়ুষ্মাণ ভারত প্রক্লের জন্য। তবে প্রকল্প বদল করে লাভ কি? এতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না রাজ্যের।'

শহরের রাস্তায় সাইকেল চালানোয় ছাড়পত্র পুলিশের

কলকাতা,৯ জুন (হি স): আনলক ওয়ানে ইতিমধ্যেই খুলে গেছে বহু অফিস। কিন্তু যাত্রী অনুপাতে মিলছে না বাস ।আর তাই সোমবার নবান্ন থেকে এক বৈঠকে শহরের রাস্তায় সাইকেল চালানোর অনুমতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই মঙ্গলবার শহরের রাস্তায় সাইকেল চালানোর ছাড়পত্র মিলল কলকাতা পুলিশের তরফে। এদিন টুইট করে এমনটাই জানালেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানান, বর্তমান পরিস্থিতির এই মুহূর্তে সাইকেল চালানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে ।আপাতত ৩০ জুলাই পর্যন্ত এই নিয়ম চালু থাকবে। আনলক ১ পর্বে অধিকাংশ অফিস এবং দোকানপাট খুলে যাওয়া সত্ত্বেও যানচলাচল এখনও স্বাভাবিক হয়নি। সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত।

যাত্রীদের সুবিধার্থে ইতিমধ্যেই পথে নেমেছে সরকারি বাস। না না টালবাহানা করতে করতে পথে নেমেছে বেসরকারি বাস। কিন্তুযাত্রী অনুপাতে মিলছে না পর্যাপ্ত বাস। যার জেরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বাড়ি ফিরতে বা অফিস যেতে পারছে না যাত্রীরা। যার জেরে মঙ্গলবার সকাল থেকেই শহরের একাধিক রাস্তায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাস গাড়ির পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে চলছে সাইকেল ও।

করোনা আতঙ্ক, নবান্নের পার্কিংয়ে বদল

কলকাতা, ৯ জুন (হি স):দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে যেন শহরে রাজ করছে করোনা। সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও। ইতিমধ্যেই করোনা থাবা বসিয়েছে নবান্নে। নবান্নের বেশ কয়েকজন গাড়িচালক ইতিমধ্যেই কোন আক্রান্ত হয়েছে ।আর যার জেরে নবান্নের পার্কিংয়ে বদল।

জানা যাচ্ছে,যাতে একটি গাড়ির সঙ্গে অন্য গাড়ির মধ্যে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় থাকে সেই অনুযায়ী করা হচ্ছে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। নবান্নের বেসমেন্টে থাকবে শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের গাড়ি। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি পাশে থাকবে না অন্য কোন গাড়ি। পাশাপাশি পার্কিং লটে বোর্ড লাগিয়ে নির্দিষ্টভাবে লিখে দেওয়া হবে কোন জায়গায় থাকবে কার গাড়ি।

কোচবিহারে পাচারের পথে উদ্ধার ৮টি গরু

নিশিগঞ্জ, ৯ জুন (হি. স.) : মঙ্গলবার ভোরে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার পথে কোচবিহারের নিশিগঞ্জে পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হল আটটি গরু। নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ মোবাইল টহলদারির সময় নজরে পড়ে নিশিগঞ্জ পশ্চিমপাড়া এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যান রাস্তার পাশে একটি বাড়িতে ধাক্কা মেরেছে। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে দ্রুত পুলিশ এসে পড়ায় গাড়ির ভেতরে থাকা চালক ও অন্যান্যরা গাড়িটি রেখে পালিয়ে যায়।

গরুবোঝাই পিকআপ ভ্যানটি মাথাভাঙ্গার দিক থেকে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। গতি বেশি থাকায় নিশিগঞ্জের কাছে রাজ্য সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাড়িতে ধাক্কা মারে গাড়িটি। দুর্ঘটনায় কেউ জখম না হলেও পিকআপ ভ্যানটির ভেতর থেকে আটটি গরু উদ্ধার হয়। পুলিশের সন্দেহ চোরাই গরু পাচারের উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, গাড়ি ও গরুগুলিকে আটক করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনাটির তদন্তে নেমেছেন।

কোভিড-১৯ পজিটিভ

তিনের পাতার পর

উপসর্গ নেই বলে জানিয়েছেন ডা. শর্মাই।

এদিকে চিকিৎসক বুলেন ফুকনের পত্নীও জ্বর এবং মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আজ তাঁরও সোয়াব সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে ডা. বুলেন ফুকনের বাসস্থান খ্রিস্টানবস্তিতে অবস্থিত অমরাবতী প্যালেস অ্যাপার্টমেন্টকে কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছে কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন।

পশ্চিম মেদিনীপুরে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদের দাবী সনদ স্বরাজ ইন্ডিয়ার

কলকাতা, ৯ জুন (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা সভাধিপতিকে উদ্দেশ করে গ্রামীণ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের কয়েকটি অত্যাবশ্যক ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষা সংক্রান্ত দাবীতে এই স্মারকলিপি দেওয়া হল। স্বরাজ ইন্ডিয়া (পশ্চিমবঙ্গের)
সভাপতি সঞ্জীব মুখার্জীর এই স্মারকলিপির ১৯ দফা
দাবীসমূহের মধ্যে আছে

১) করোনা লকডাউনের ফলে এবং আমফান ঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বোরো ধান, গম, তিল, সূর্যমুখী, ডাল, সব্জী, ফল, ফুল, দুধ ও বাগান চাষীদের দ্রুত উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ ক্ষতিপূরণ।
২) ভাগ ও চুক্তি চাষীরা যাতে উপরোক্ত সমস্ত রকম সরকারী সুবিধা পায় সেটা নিশ্চিত করা।
৩) গ্রামে শিবির করে সরকারী দরে ধান ও অন্যান্য ফসল কেনা।
৪) কৃষকদের সমস্ত রকম ঋণ মুকুব।
৫) সার ডিজেল বিদ্যুৎ ভর্তুকি দিয়ে সরবরাহ করতে হবে। লকডাউনে এই তিনমাসের বিদ্যুৎ বিল মুকুব।
৬) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন ও কৃষি বিপণন আইন অপরিবর্তিত রাখা।
৭) প্রধানমন্ত্রী কিষাণ প্রকল্পে (পিএম কিষাণ) ১০ হাজার টাকা সমস্ত কৃষকদের দেওয়া।
৮) কৃষিমজুর ও গ্রামীণ গরীবদের জব কার্ডে ১০ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া।
৯) অবিলম্বে সব গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পর কাজ চালু করা ও জেসিবি ব্যবহার বন্ধ রাখা।
১০) রেশনে মাথাপিছু ১৫ কেজি চাল/গম, ডাল, ভোজ্য তেল, আলু ও মশলা সরবরাহ।
১১) যারা ডিজিটাল কার্ড পায়নি তাদেরকে অবিলম্বে ডিজিটাল রেশন কার্ড ও রেশন দেওয়া।
১২) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রবাসী শ্রমিকদের ট্রেনে করে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা।
১৩) প্রতিটি প্রবাসী শ্রমিককে ১০ হাজার টাকা দেওয়া।
১৪) তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতিদের গ্রামে শিবির করে জরুরী ভিত্তিতে শংসাপত্র দেওয়া।
১৫) করোনা ও গ্রামীণ চিকিৎসার উন্নতির জন্য জেলা ও ব্লক স্তরে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১৬) ব্লকে স্তরে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। গুরুতর অসুস্থদের চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু রাখা।
১৭) জঙ্গলে অবাধে শাল পাতা এবং কেন্দু পাতা তোলার সুযোগ দেওয়া।
১৮) হাতির দ্বারা সকল ফসল নষ্টের ক্ষতিপূরণ।
১৯) আদিবাসীদের জল জঙ্গল এবং জমির অধিকার সুনিশ্চিত করা।

করোনা মৃতের সংখ্যা গোলানোর চেষ্টা করছে, অভিযোগ দিলীপের

কলকাতা, ৯ জুন (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহরবাসী। এরই মাঝে "করোনা মৃতের সংখ্যা গলানোর চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার" মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন রাজ্যে বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

সোমবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বুলেটিন প্রকাশ করা হয় সেখানে প্রথম প্যারাতে কো-মর্বিডিটি মৃত্যুর তালিকা ছিল শূন্য ।কিন্তু এতদিন পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা প্রকাশে করোনায় মৃত্যু ও কো-মর্বিডিটির ভিত্তিতে মৃত্যু আলাদাভাবে ভাগ করা হচ্ছিল। সে ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই ৭২ জনকে কো-মর্বিডিটির মৃত্যুর তালিকায় রাখা হচ্ছিল। তারা রোনায় আক্রান্ত হলেও তাদের মৃত্যু অন্য কারণ বলা হচ্ছিল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনে ।কিন্তু সোমবারে বুলেটিনে ওই ৭২ জনকে করোনায় মৃতদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তবে, ৮ তারিখের বুলেটিনের ৫ নম্বর পাতায় কো-মর্বিডিটি স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে ২৬৬ জন কো-মর্বিডিটি প্রেজেন্ট। অন্যদিকে কো-মর্বিডিটি অ্যাবসেন্ট দেখানো হয়েছে ১৩৯ জন। সেই প্রসঙ্গ তুলে এদিন রাজ্যে বিজেপি সভাপতি বলেন, "রাজ্যে প্রথম থেকেই করোনায় মৃতের তথ্য চাপা দেওয়া হয়েছে। এখন আবার করোনায় মৃতের সংখ্যা গলানোর চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। কিন্তু আর চেপে রাখা যাচ্ছে না। তাই বারবার পরিসংখ্যান বদল হচ্ছে"। অন্যদিকে বাসের ভিড়ের প্রসঙ্গ টেনে দিলীপ ঘোষ বলেন, " মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন করোনা এক্সপ্রেস। কিন্তু আজকে বাসের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। গরু-ছাগলের মতো হামাগুড়ি দিয়ে লোকে উঠছে "।

রত্না গোপ

● **প্রথম পাতার পর**

সময়ে চারদিনের মাথায় সে ধর্মনগরে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। এরপর অভিযুক্তকে নিয়ে আসা হয় আমতলি থানার হেফাজতে।

বর্তমানে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের নির্দেশে জেলহাজতে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হল স্থানীয় জনসাধারণ। চেয়ারপার্সন এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

মহাশ্মশানে

● **প্রথম পাতার পর**

কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে, বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, বাংলাদেশ ফেরত ১০৬ জনেরই নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১০ জনের এবং কুয়েত ফেরত ৫২ জনের মধ্যে ৯ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, ট্রেন যাত্রীদের মধ্যেই করোনা সংক্রমণের হার বেশি। তাই, ট্রেনে আগত সকলের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। তিনি জানান, নমুনা পরীক্ষার জন্য আরো একটি মেশিন এসেছে। ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে ওই মেশিনেও পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। তাতে, একত্রে আরও অনেক বেশি পরীক্ষা করা যাবে।

চাঞ্চল্য

● **প্রথম পাতার পর**

দেওয়া হয়। জানা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম কল্যাণ সিং। তার বাড়ি এডিনগরের লোকনাথ চৌমুহনী এলাকায়। কি কারণে তার মৃত্যু হয়েছে সেটা জানার জন্য তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তবে মনে করা হচ্ছে শারীরিক অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু হয়েছে এই ব্যক্তির। দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করা না গেলেও ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর কারণ নিয়ে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে।

বোমাবাজির ঘটনায় উত্তেজনা বীরভূমে

সিউড়ি , ৯ জুন (হি. স.) : এক বিজেপি সমর্থকের বাড়িতে বোমা মারার ঘটনা ঘটল বীরভুমে জেলার সিউড়ি ২ নং ব্লকের জামুরিয়া গ্রামের ডোমপাড়া এলাকায়। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা জানা যায়নি। তবে এনিয়ে তদন্তে নেমেছে সিউড়ী থানার পুলিশ ।অন্যদিকে তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞেসাবাদের জন্য বিজেপি সমর্থক শক্তিপ্রমুখ বৃন্দাবন ডোমের বাবা চাঁদ ডোম আটক করেছে পুলিশ ।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বিজেপির ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলায় সভা করার কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি সভাপতি আমিত শাহের। আর সভা শুনতে সিউড়ি জামুরিয়া গ্রামের সকল বিজেপি কর্মীরা ব্যস্ত ছিল। ঠিক সেই সুযোগে জামুরিয়া গ্রামের ডোমপাড়ায় বিজেপির সমর্থিত শক্তিপ্রমুখ বৃন্দাবন ডোমের কাকার বাড়ি অর্থাৎ নিজয় ডোম, বিজয় ডোমের বাড়িতে কেউ বা কারা বোম ছুড়ে পালিয়ে যায়।

চট্টগ্রামে করোনা আক্রান্ত পুলিশ কমিশনার ও যশোরের সাংসদ

ঢাকা, ৯ জুন (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত যশোরের সাংসদ রণজিত রায় ও চট্টগ্রামের পুলিশ কমিশনার মাহাবুবর রহমানের নাম। সোমবার রাতেই চিকিৎসার জন্য যশোরের আওয়ামি লিগ সাংসাদকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। চট্টগ্রামের পুলিশ কমিশনার অবশ্য বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছেন। দু'জনের সংস্পর্শে কারা এসেছিলেন তার খোঁজ নেওয়া শুরু হয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরেই করোনার বেলাগাম সংক্রমণে কাবু হয়ে পড়ছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা। গত শনিবার রাতেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। রবিবার তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারে ঢাকা নিয়ে এসে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সিলেটের প্রাক্তন মেয়র বদরুদ্দিন কামরানও রবিবার করোনায় আক্রান্ত হন। তিনিও উন্নত চিকিৎসার জন্য সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

জনগণ

● **প্রথম পাতার পর**

১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে দুজনেই বাড়িতে তালা দিয়ে অফিসে গিয়েছিলেন। এরমধ্যে চোরের দল বাড়ির পেছনের দরজা ভেঙে লুটে নিয়ে যায় নগদ টাকা, স্বর্ণালঙ্কার সহ মূল্যবান সামগ্রী। বিকেল চারটা নাগাদ মহিলার ছেলে বাড়িতে এলে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে তার মাকে খবর দেয়। পাশাপাশি জানানো হয় পশ্চিম থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পায় বাড়ির সমস্ত জিনিষপত্র লন্ডভন্ড অবস্থায় রয়েছে। আলমারিও ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে মীরা দেবী সাক্ষাতে জানিয়েছেন, তার ঘর থেকে নগদ ৬০/৭০ হাজার টাকা, কয়েকটি স্বর্ণালঙ্কার এবং ২/৩টি মোবাইল চুরি গেছে। এই ঘটনায় পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করলেও অভিযুক্তদের টিকির নাগাল পাওয়া যায়নি।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিম থানা এলাকায় বেশ কিছু জায়গায় একাধিক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা হলেও কোনটার ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা ধরা পড়েনি পুলিশের হাতে। মাত্র দিন কয়েক আগে মেহের কালিবাড়ি রোড এলাকায় একটি গলি থেকে পার্কিং করে রাখার গাড়ির মধ্য থেকে এক ব্যক্তির একটি ল্যাপটপ চুরি যায়। যে ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির ছবি সিসি ক্যামেরায় ধরাও পড়েছিল।

কিন্তু ঘটনার কয়েকদিন পরেও সেই চোর পুলিশের জালে ধরা পড়েনি। আবার এরমধ্যেই কাছাকাছি এলাকায় ফের একবার দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো। স্বাভাবিক কারণেই পুরো ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও স্থানীয় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এর পাশাপাশি এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টিও দাঁড়িয়ে পড়েছে অভিযোগের কাঠগড়ায়।

সুপ্রিম কোর্টের

● **প্রথম পাতার পর**

বিচারপতি অশোক ভূষণ, সঞ্জয় কিষাণ কল ও এমআর শাহের তিন বিচারপতির বেঞ্চ আরও নির্দেশ দিয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের দক্ষতা বিচার করে তাঁদের কাজের ব্যাবস্থা করার জন্য প্রকল্প তৈরি করতে হবে। প্রকল্প, চাকরি-সহ সমস্ত বিষয়ে সমস্ত রাজ্য সরকারগুলিকে বিস্তারিত হলফনামা জমা দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট এবং পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ৮ জুলাই। শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, শ্রমিক ট্রেনের চাহিদার কথা মাথায় রেখে ২৪ ঘন্টা ট্রেন চালাতে হবে রেলকে।

চালক

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি তার গাড়ি চালককে দিয়ে করোনা পজিটিভ রোগীদের পাঠানোর উদ্যোগ নেন। কিন্তু পিপিই কিট পড়ার পর সেই চালকও অসুস্থ হয়ে পড়ে।

পরবর্তীতে বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানানো হলে অন্য চালকের ব্যবস্থা করে করোনা রোগীদের নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এই ঘটনায় এসডিএমও সাক্ষাতে জানিয়েছেন, প্রচন্ড গরমের কারণে পিপিই কিট পরিধানের কারণে শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় চালকদের। মূলত প্রচন্ড গরমে অসুস্থ হয়েছে তারা। এর উপর প্রথম চালক গত কিছুদিন ধরে সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন জায়গা থেকে দিন রাতে অন্তত ৩০ জন কোভিড আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এতে শারীরিকভাবে তার উপর প্রচন্ড ধকল গিয়েছে। শারীরিক দুর্বলতা, তার উপর পিপিই কিটের অসহনীয় গরমে সে অসুস্থ হয়েছে বলে জানান মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক।

আক্রান্তদের

● **প্রথম পাতার পর**

কিন্তু, সরকারী খরচে ওই যুবকরা আরাম আয়েশেই ছুটি কাটাচ্ছেন। বিদ্রুপের সুর তীক্ষ্ণ করে জনৈক নেটিজেন বলেন, উৎসবের আমেজে ওই যুবকরা করোনার প্রকোপ অনুভব করছেন। শুধু তাই নয়, তাদের এই নাচ দেখে ব্যাঙ্গ করতেও ছাড়েননি নেটিজেনদের একাংশ। তাদের কথায়, সরকারী খরচে করোনা রাজ্যে এসেছে। এখন করোনার বাহকরা সরকারী খরচের সুবিধা নিয়ে ফুর্তি করছেন।

তবে, প্রতিক্রিয়া যেমনই হোক হাপানিয়া কোভিড কেয়ার সেন্টারে একাংশ করোনা আক্রান্ত যুবদের নাচ রাজ্যে অতিমারির পরিস্থিতিকে ভিন্ন রঙ দিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

আমরা বাঙালির

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালিদের কপালে শুধু লাঞ্ছনাই জুটেছে। তিনি হতাশা প্রকাশ করে বলেন, দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি পরিবারগুলি ন্যায় বিচার পাননি। ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে তাঁরা প্রাণ ভয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু পূর্বতন সরকার তাঁদের জন্য ভাবেনি। তাই, বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের কাছে ওই সব বাঙালি পরিবারগুলির পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি।

সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগ

আগরতলা, ৯ জুন।। ক্রীড়া সাংবাদিক শান্তনু বনিকের পিতা উপেন্দ্র বনিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। আগরতলা প্রেসক্লাব তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে।

চলাচলে বিঘ্ন

আটের পাতার পর

বন্ধ করে দেওয়া হয় বারামুল্লা-হান্দওয়ারা হাইওয়ে। ফলে রাস্তার উভয় দিকে দাঁড়িয়ে পরে যানবাহন। বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড এসে ওই সন্দেহনজক বিস্ফোরক পদার্থটি খতিয়ে দেখে।

শিচন্তায় মধ্যবিত্ত

আটের পাতার পর

ডিজেলের দাম ৭১.১৭ টাকা, কলকাতায় ০.৫২ পয়সা বাড়ার পর লিটারপ্রতি ডিজেলের দাম ৬৭.২৩ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। মুম্বইয়ে ডিজেলের দাম বেড়েছে ০.৫৫ পয়সা এবং চেন্নাইয়ে ০.৪৯ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দাম। মুম্বই ও চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম যথাক্রমে-৬৯.৯২ টাকা এবং ৬৯.৭৪ টাকা। করোনাভাইরাস-সঙ্কটের মধ্যে পরপর তিন-দিন জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় মাথায় হাত মধ্যবিত্তের।

ম থাকে : হু

পাচের পাতার পর

এ বিষয়ে কোনও অফিসিয়াল রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। তবে আইসিএমআরের প্রাথমিক প্রতিবেদন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টের সঙ্গে মিল আছে।

কার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন আকরাম?

বাঁহাতি পেস বোলিংয়ে তখন রীতিমতো ব্যাটসম্যানদের শাসন করছেন ওয়াসিম আকরাম। আসলে সময়টাই তখন ছিল পেসারদের রাজত্ব। পাকিস্তানের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার ওয়াসিমের সঙ্গে জুটি বেঁধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন ওয়াকার ইউনিস। নব্বইয়ের দশকজুড়ে তো 'টু ডব্লু" কথাটাই আতঙ্কের প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছিল। এরপর এলেন শোয়েব আখতার। গতি আর সুইংয়ের ঝড় তুলে প্রতিপক্ষকে ব্যাতিব্যস্ত করা এই তিন ফাস্ট বোলার দিয়েই পাকিস্তান এক সময় হয়ে উঠেছিল দারুণ এক দল।

সম্প্রতি ইউটিউবে নব্বইয়ের দশকে পাকিস্তান দলে খুব অল্প সময় খেলা তারকা বাসিত আলীর সঙ্গে আড্ডায় মেতেছিলেন ওয়াসিম। সেখানে তাঁর স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে মজার এক তথ্য। একবার ওয়াসিম আকরাম নাকি দক্ষিণ আফ্রিকান ফাস্ট বোলার অ্যালান ডোনাল্ডের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে রীতিমতো প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন!

ঘটনাটা অবশ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নয়। ওয়াসিম তখন খেলতে গেছেন ইংলিশ কাউন্টি, ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে।ওই সময়ে এক ম্যাচে ডোনাল্ডের আগুনে গোলা বোলিংয়ের আঘাতে কেটে গিয়েছিল ওয়াসিমের থুতনি। চোটটা এতই গভীর ছিল যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে যেতে হয়েছিল হাসপাতালে। থুতনিতে ২০টি সেলাই দিতে হয়েছিল তখন।

বাসিত আলী আড্ডার শুরুতে তাঁর সময়ের সেরা কয়েকজন দুর্দান্ত পেসারের নাম বলতে অনুরোধ করেন ওয়াসিমকে। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বলছিলেন, " এই তালিকায় আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কার্টলি অ্যামব্রোস, কোর্টনি ওয়ালশ। গ্লেন ম্যাকগ্রাকেও রাখবো। অ্যালান ডোনাল্ডকেও এই সেরাদের কাতারে রাখবো। আমি বলতে চাইছি, তারা সবাই ভালো বোলার।"

কিন্তু যেই না ডোনাল্ডের নাম নিয়েছেন, তখনই ওয়াসিমের মনে পড়ে গেল সেই ভয়াবহ ঘটনার। এরপর বলেন কীভাবে চোট পেয়েছিলেন, কেনই বা হয়ে উঠেছিলেন প্রতিশোধপরায়ণ। নিজের থুতনি দেখিয়ে বলছিলেন, " এখানে ২০টি সেলাই লেগেছিল, থুতনির নিচের ডান পাশে। আমার মনে হয় সেই ঘটনাটা ঘটে ১৯৮৯ সালে। এবড়োখেবড়ো পিচে তখন আট নম্বরে ব্যাট করতে নামি। ও একটা শর্ট বল করেছিল এবং তখন সে প্রায়ই সহজে ঘন্টায় দেড়শ কিলোমিটার গতিতে বল করতো। আমি তখন বিশ বছরের যুবক এবং পুল করার চেষ্টা করি বলটা। কিন্তু সেটা ব্যাটের ওপরের দিকে লাগে এবং আমার থুতনির নিচে এসে আঘাত করে।"

ডোনাল্ডের বলের আঘাত ভুলতে পারেননি ওয়াসিম। তাইতো হাসপাতাল থেকে তখনই মাঠে ফেরার চেষ্টা করেন, "আমি তখন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলাম। কারণ আমি ওকে ছাড়তে চাইনি। আমি হাসপাতালে গেলাম। অনেকটা কেটেছিল আমার। চিকিৎসক আমার মুখের ভেতরে এবং বাইরে মিলিয়ে বিশটি সেলাই দেন। আমাকে কয়েকদিন বিশ্রামে থাকতে বলেন। কিন্তু আমি বললাম, মাঠে বল করতে যাবো। ওই বিকেলে আমি বল করেছিলাম এবং ম্যাচটা আমরাই জিতেছিলাম। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ডোনাল্ড ব্যাট করতেই আসেনি। মনে হয় সে ভয় পেয়েছিল!"

"মেসি উপদেশ দিলে মানতে হবে"

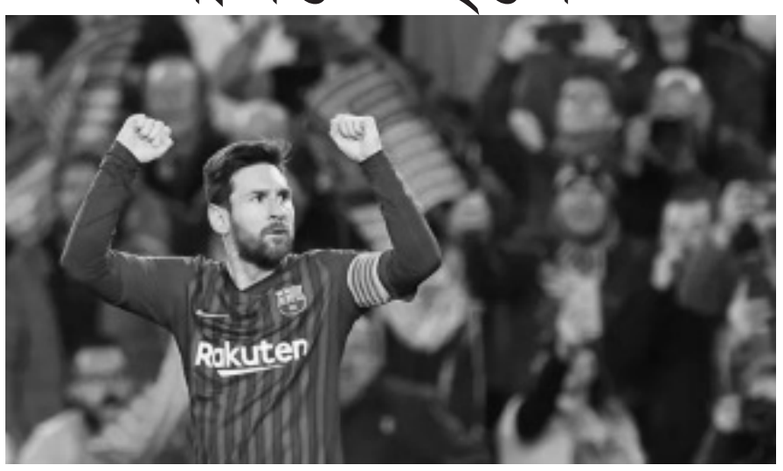

ধরাধামে এই সময়ের সেরা ফুটবলার কে, নতুন করে এই বিতর্ক তোলার দরকার নেই। লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ছাড়া বিতর্কে তৃতীয় কাউকে তো খুঁজে পাওয়া যায় না।

দুজনই নিজেদের এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন যে সর্বকালের সেরাদের সংক্ষিপ্ত তালিকাতেই জায়গা পেয়ে গেছেন দুজন।

দুজনের সঙ্গে জাতীয় দলে কিংবা ক্লাবে যারা খেলার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা তো সারা জীবন গল্প করার রসদ পেয়ে গেছেন।

এমনই একজন ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং। হল্যান্ডের তরুণ এই মিডফিল্ডারের সম্ভাবনা আছে বিশ্বসেরাদের একজন হয়ে ওঠার।

ডাচ এই তরুণ মাত্র এই মৌসুমেই এসেছেন বার্সেলোনায়, পেয়েছেন লিওনেল মেসির সাহচর্য। ২৩ বছর বয়সী ডি ইয়ং এসেই গুণমুগ্ধ হয়ে গেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকার। মাঠে মেসির প্রতিটি মুহূর্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই উপভোগ করেন ডি ইয়ং, চেষ্টা করেন অভিজ্ঞ সতীর্থের প্রতিটি কথা মেনে চলতে।

বিবিসির এক পডকাস্টে (শুধু শব্দভিত্তিক অনুষ্ঠান) মেসিকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা বলেছেন ডি ইয়ং।

আয়াক্স আমস্টারডাম ছেড়ে বার্সেলোনায় আসা এই মিডফিল্ডারের মতে মেসির দেওয়া প্রতিটি উপদেশই শিরোধার্য করা উচিৎ সব ফুটবলারের। কেন সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ডি ইয়ং, "লিওনেল মেসি যদি কথা বলেন এবং আপনাকে উপদেশ দেন, আপনার অবশ্যই তা মানা উচিৎ। কারণ তিনিই হলেন বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়। তিনি যখন উপদেশ দেবেন, আপনাকে শুনতে হবে। অনেক সময় তিনি হয়তো আপনাকে সামান্য একটু ভিতরে কিংবা পাশে যেতে বলবেন। ছোট ব্যাপার কিন্তু এগুলোই বড় পার্থক্য গড়ে দেয়।"

বার্সেলোনায় এসে যে তাঁর খেলার ধরণও পাল্টে গেছে সেটিও জানিয়েছেন ডি ইয়ং, "আয়াক্স ও ডাচ দলে আমার অন্য ভূমিকা ছিল। আর এখানে আমরা ডাবল সিক্স (দুজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার) নিয়ে খেলি।

আমাকে মানিয়ে নিতে হয়েছে। এখন কোনো সমস্যা হচ্ছে না তবে আরও উন্নতি করার জায়গা আছে। আমি তখনই সবচেয়ে ভালো খেলি যখন আমার খুব বেশি রক্ষণাত্মক কিংবা আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডারের দায়িত্ব পালন করতে হয় না।"

করোনা আবহে এবার শুরু হচ্ছে ক্রিকেট, ইংল্যান্ডে পৌঁছল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল

লন্ডন, ৯ জুন (হি.স.): লকডাউন পরবর্তী প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে ইংল্যান্ডে পা দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। সোমবার রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল অ্যান্টিগা থেকে চাটার্ড বিমানে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। মঙ্গলবার সকালেই তারা ম্যাঞ্চেস্টারে পৌঁছয়। আগামী ৩ সপ্তাহ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে কোয়ারান্টাইন ক্যাম্পে থাকার পর সেখান থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল রওনা দেবে সাউদাম্পটনে। হ্যাম্পশায়ার বোলে প্রথম টেস্ট শুরু হবে ৮ জুলাই থেকে। ১৬ ও ২৪ জুলাই থেকে সিরিজের পরের দু"টি টেস্ট খেলা হবে ম্যাঞ্চেস্টারে।

ক্যারিবিয়ান নির্বাচকরা জেসন হোল্ডারের নেতৃত্বে ১৪ জনের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল বেছে নেওয়া ছাড়াও ১১ জন রিজার্ভ ক্রিকেটারকেও দলের সঙ্গে ইংল্যান্ডে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। বায়ো-সিকিওর পরিবেশে খেলা হবে বলেই বাইরের কেউ ক্রিকেটারদের সংস্পর্শে আসতে পারবেন না। তাই নেট বোলারের ভূমিকা পালন করা ছাড়াও কেউ চোট পেলে রিজার্ভ ক্রিকেটাররাই সেই খামতি পূরণ করতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, করোনা মহামারির জন্য গত মার্চ থেকে বন্ধ রয়েছে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। লকডাউন পরবর্তী সময়ে ক্রিকেট খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে বিস্তর। এমন অনিশ্চিতয়তার মাঝেই ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড বায়ো-সিকিওর আবহে প্রস্তাবিত টেস্ট সিরিজ খেলার কথা ঘোষণা করে। সেই মতো ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়েই শুরু হতে চলেছে লকডাউন পরবর্তী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।

তোমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্রাক্তন সতীর্থদের উদ্দেশ্যে বার্তা ড্যারেন স্যামি

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি.স.): আইপিএলে বর্ণবিদ্বষের শিকার হওয়ার অভিযোগ থেকে সরে আসছেন না ড্যারেন স্যামি। সানরাইজার্স সতীর্থদের উদ্দেশ্যে স্যামি বলেন, 'তোমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত'। মঙ্গলবার স্যা ইনস্টাগ্রামে একটি ভিটিও পোস্ট করে এই বার্তা দেন তিনি।

এর আগে আইপিএল-এ সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলা ড্যারেন স্যামি। ওই দলের প্রাক্তন সতীর্থদের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বষের তিনি।

তাঁর অভিযোগ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে আইপিএল খেলার সময় তাঁকে ও শ্রীলঙ্কান তারকা থিসারা পেরেরাকে কালু বলে ডাকতেন সতীর্থরা, যার মানে তখন না বুঝলেও এখন জানতে পেরেছেন। কালুর মানে কালো মানুষ, এটা জানতে পেরে ভীষণ রাগ হচ্ছে তাঁর যদিও ইরফান পাঠান, বেনুগোপাল রাও, পার্থিব প্যাটেল, পারভেজ রসুলের মতো ভারতীয় ক্রিকেটাররা অস্বীকার করেন এমন কোনও ঘটনার কথা তাঁদের মনে পড়ছে বলে। তবে মঙ্গলবার স্যামি ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগপ্রবণ ভিটিও পোস্ট করেন।

যেখানে তিনি নাম না করে সানরাইজার্সের সেই সব সতীর্থদের বার্তা দিয়েছেন, যাঁরা তাঁকে কালু নামে ডাকতেন। স্যামি স্পষ্ট জানান যে, তিনি রেগে আছেন বটে, তবে সবাইকে তিনি নিজের ভাইয়ের মতো দেখেন। তাই তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্ষমা চেয়ে নেন।

টেস্ট ক্রিকেটে করোনা রিপ্লেসমেন্ট সহ চালু হচ্ছে একগুচ্ছ নতুন নিয়ম

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি.স.): টেস্ট ক্রিকেটে চালু হচ্ছে করোনা রিপ্লেসমেন্ট। করোনা মহামারির কথা মাথায় রেখে অন্তর্বর্তীকালীন নিয়ম পরিবর্তনে সিলমোহর দিল আইসিসি। টেস্ট ম্যাচের মাঝে কোনও ক্রিকেটার করোনা সংক্রামিত হতে পারে এই আশঙ্কায় এই নতুন নিয়ম আনছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।

করোনা আবহে মেডিক্যাল অ্যাডভাইজরি কমিটির পরামর্শ মত অনিল কুম্বলের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট কমিটি আইসিসিকে যে সব পরামর্শ দিয়েছিল, সেগুলিতেই সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় বল পালিশের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল লালার ব্যবহার।পাশাপাশি টেস্ট ম্যাচের মাঝে কোনও ক্রিকেটার করোনা সংক্রামিত হতে পারে এই আশঙ্কায় অনুমতি দেওয়া হল করোনা রিপ্লেসমেন্টের। নিরপেক্ষ আম্পায়ারের বদলে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে স্থানীয় আম্পায়ারদের টেস্ট ম্যাচ পরিচালনায় বৈধতা দেওয়া হল। সেক্ষেত্রে ম্যাচ রেফারি ছিটকে যাওয়া ক্রিকেটারের ভূমিকা অনুযায়ী পরিবর্ত বেছে দেবেন। এই পরিবর্ত শুধু মাত্র অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে টেস্টেই নেওয়া যাবে। ওয়ান ডে বা টি-২০ ক্রিকেটে এই নিয়ম প্রজোয্য হবে না।

নিষিদ্ধ হয়েছে বলে লালা ব্যবহার। কোনও বোলার ভুল করে বলে লালা লাগিয়ে বসলে আম্পায়ার বল জীবানুমুক্ত করার পরেই খেলার অনুমতি দেবেন এবং বোলারকে সতর্ক করবেন। দু"বার সতর্ক করার পরেও একই ভুল করলে পেনাল্টিতে ৫ রান উপহার দেওয়া হবে প্রতিপক্ষ দলকে। খেলার নিয়মের বাইরে আগামী ১২ মাসের জন্য ক্রিকেটারদের জার্সিতে অতিরিক্ত লোগো ব্যবহার করার অনুমতি দিল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল। এবার থেকে টেস্টের প্রতি ইনিংসে উভয় দল তিনটি করে রিভিউ নিতে পারবে।

মেসির সঙ্গে মার্তিনেস বার্সায় খেললে আর্জেন্টিনার লাভ

লাউতারো মার্তিনেস বার্সেলোনায় যোগ দিলে দলটির আক্রমণভাগে তিনি জুটি গড়বেন জাতীয় দলের সতীর্থ লিওনেল মেসির সঙ্গে। এতে দুজনের বোঝাপড়া বাড়বে আরও বেশি। এর সুফল আর্জেন্টিনা পাবে বলে মনে করেন দলটির সহকারী কোচ রবের্তো আয়ালা।

অনেক দিন ধরে গুঞ্জন চলছে, ইন্টার মিলান ছেড়ে কাম্প নউয়ে পাড়ি জমাতে পারেন মার্তিনেস। পাঁচ বছরের চুক্তিতে তিনি বার্সেলোনায় যোগ দিতে রাজি হয়েছেন বলেও খবর এসেছে কয়েকটি গণমাধ্যমে।

ইন্টারে রোমেলু লুকাকুর সঙ্গে আক্রমণভাগে দারুণ জুটি গড়েছেন ২২ বছর বয়সী মার্তিনেস। করোনাভাইরাসের কারণে ২০১৯-২০ মৌসুম স্থগিত হওয়ার আগে ৩১ ম্যাচে ১৬ গোল করা এই ফরোয়ার্ডের খেলায় মুগ্ধ সাবেক আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার আয়ালা।

আর্জেন্টিনার ক্রীড়া বিষয়ক দৈনিক 'ওলে'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্তিনেসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন নাপোলি, এসি মিলান ও ভালেন্সিয়ার সাবেক এই সেন্টার ব্যাক।

The Executive Engineer, W.R Division No.V, Kamalpur. Dhalai, Tripura invites sealed tenders vide Press Niel' No. 05/EIE/VVR/D-V/KMP/2020-21 Dated 03-06-2020 for the following works:

Sl No	DNIeT No.	Estimated Cost:	Earnest Money	Time for completion
1.	DNIeT No. 15/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 1,91,924.00	Rs. 1,919.00	4 (Four) months
2.	DNIeT No. 18/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 1,78,345.00	Rs. 1,783.00	4 (Four) months
3.	DNIeT No. 21/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 1,22,382.00	Rs. 1,224.00	4 (Four) months
4.	DNIeT No. 23/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs.2,06,314.00	Rs. 2,063.00	4 (Four) months
5.	DNIeT No. 27/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 2,20,298.00	Rs. 2,203.00	4 (Four) months
6.	DNIeT No. 30/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 122,382.00	Rs. 1,224.00	4 (Four) months
7.	DNIeT No. 32/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 1,52,635.00	Rs. 1,526.00	4 (Four) months
8.	DNIeT No. 36/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 3,47,528.00	Rs. 3,475.00	4 (Four) months
9.	DNIeT No. 39/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 1,64,361.00	Rs. 1,644.00	4 (Four) months
10.	DNIeT No. 42/EE/WR/D-V/KMP/ 2020-21.	Rs. 96,774.00	Rs. 968.00	4 (Four) months

Bid documents can been seen in the website http://tripuratenders.gov.in w.e.f. 03-06-2020 and last date of downloading & bidding for bids is 24.06.2020 For more details kindly visithttps://tripuratenders.gov.in Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C-533/2020-21

Executive Engineer Water Resource Division No.V
Kamalpur, Dhalai, Tripura

Executive Engineer, W.R Division No-II Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 05 /EE/WRD-11/2020-2021 Dated 06-06-2020.

1. DNIT No: 15/EE/WRD-II/2020-21. Estimated. Cost. Rs.2, 39,304/-. EMD Rs. 2, 393 I-. Time: 6(Six months).
2. DNIT No: 16/EE/WRD-II/2020-21. Estimated. Cost. Rs.2, 40,656/- EMD Rs. 2,407/-. Time: 6(six) months.
3. DNIT No: 17/EE/WRD-II/2020-21. Estimated. Cost. Rs.2, 40,825/- EMD Rs. 2,408/-. Time: 6(six) months.
4. DNIT No: 18/EE/WRD-11/2020-21. Estimated. Cost. Rs.4, 97,534/-. EMD Rs. 4,975/-. Time: 6(six) months.
5. DNIT No: 19/EE/WRD-II/2020-21. Estimated. Cost. Rs.4, 99,224/-. EMD Rs. 4,992/-. Time: 6(six) months
6. DNIT No: 20/EE/WRD-11/2020-21. Estimated. Cost. Rs.4, 97,534/-. EMD Rs. 4,975/-. Time: 6(six) months.
7. DNIT No: 21/EE/WRD-11/2020-21. Estimated, Cost. Rs.4,99,562/-. EMD Rs. 4,996/-. Time: 6(six) months.
8. DNIT No: 22/EE/WRD-II/2020-21. Estimated. Cost. Rs.4, 98,886/-. EMD Rs. 4,989/-. Time: 6(six) months.
9. DNIT No: 23/EE/WRD-11/2020-21. Estimated. Cost. Rs.4, 70,784/-. EMD.Rs. 4,708/-. Time: 1(one) months

Last Date ofbidding for bids 15-06-2020 upto 15.00Hrs.
Opening of Bid on 15-06-2020 at 15.30 Hrs. If possible.
For more details kindly visit https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-523/2020-21

(Er. K.C. Das),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-II, P.N. Complex,
Gurkhabasti, Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PNIT-29/EE/RDD/STC/2020-2021
Dated 06.06-2020

The Executive Engineer, R.D Satchand Division, Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the eligible Contractors /Firms/Agencles of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 26/06/2020 for the following work:

Sl. No	Name of the work	e-DNIT No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of bid	Document downloading and riding at	Class of bidder
1	Construction of 05(Five) unit market stall near Swapan Datta's shop at Manubazar GP of Satchand RD Block under Satchand RD Division under FFC fund during the year 2019-2020.	eDNIT-154/EE/RDD/STC /S/2020-21 Dated:-06/06/2020	Rs.11,06,827.00	Rs.11,068.00	Six (06) Months	Up to 15.00 Hours on 26/06/2020	At 15.30 Hours on 26/06/2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website haps://tripuratenders.gov.in. Submission of bids physically is not permitted.

ICA/C-518/2020-21

(Er.T.K. Sarkar)
Executive Engineer RD Satchand Division
Sabroom, South Tripura

Ref DNIT No.F.7(20)-SF(STB)/TENDER/2020-21/1376-1385 Dated, Santirbazar, 5th June, 2020.

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied Fish Seed Growers (Individual / Fishery Based SHGs / MSS ltd.) of Jolaibari Block under Santirbazar Sub-Division producing available quantity Carp Fish fingerling in their owned / leased out water bodies for supply of Carp Fish Fingerlings (7 cm & above size) in different GP / VC areas under the aforesaid Block during the year 2020-21. The last date of submission of the tender is on 26/06/2020 upto 1.00 pm. The dropping of tender will be eligible for only within Jolaibari Block areas under Santirbazar Sub-Division. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before 25/06/2020 during office hours on any working days for collection of tender Form and detail terms and condition.

ICA/C-528/2020-21

(J. Chakr bony) T.H.F.S., Gr.IV
Superintendant of Fisheries
Santirbazar, South Tripura.

সন্ধান চাই

Ref : RK pur women PS case no 2020 wrp 024 dt-17.05.2020 u/s 366/109/34/506 IPC

পাশের ছবিটি পলাতক আসামী শ্রী উত্তম সরকার (৩১) পিতা- মৃত শীতল সরকার। সাং মেলাঘর খাস চৌমুহনী, থানা- মেলাঘর, জিলা-সিপাহীজলা ত্রিপুরা। তাহার নামে আর কে পুর মহিলা থানায় উক্ত মোকাদ্দমা লিপিবদ্ধ হওয়ার দিন হইতে সে পলাতক।

উক্ত পলাতক আসামীটির সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা থাকিলে বা তাহার বর্তমান ঠিকানা জানা থাকিলে নিম্নলিখিত টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(প্রয়োজনে তথ্য দাতার পরিচিতি গোপন রাখা হইবে)

যোগাযোগের নম্বর ঃ

১) এস পি (ডিআইবি) গোমতী- ০৩৮১-২২৩৫৫১/৯৪০২১১৯১৩

২) ওসি আর কে পুর মহিলা থানা

৮৪১৪০২৪৪০৪

ICA/D-167/20

পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা, উদয়পুর

রত্না গুপ হত্যা মামলা অভিযুক্ত স্বামীর গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার মহিলা কমিশনের দারস্থ হয় তাঁর পরিবারের লোকেরা। ছবি- নিজস্ব।

হাজোর নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান নেই, দুশ্চিন্তা, অবসাদে বিধ্বস্ত মা-স্ত্রী-সন্তান

হাজো (অসম), ৯ জুন (হি.স.) : প্রায় বারো দিন, এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ছেলের। চিন্তা ও অবসাদে ভেঙে পড়েছেন তার অশীতিপর মা, স্ত্রী ও দুই মেয়ে। দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধা মা। মধ্য অসমের কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত হাজোর বরুয়াবাড়ির অধীনে গোখাইখাট এলাকার বাসিন্দা বছর ৪৫-এর গৌতম কলিতা গত ২৯ মে থেকে নিখোঁজ।

বারো দিন ধরে স্বামীর কোনও সন্ধান না পেয়ে দিগবিদিগশূন্য হয়ে পড়েছেন গৌতমের স্ত্রী। তিনি জানান, ২৯ মে অন্যদিনের মতো যথারীতি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। রাত গড়িয়ে যায়, আসেননি। গোটা রাত দুশ্চিন্তায় কাটিয়ে পরের দিন ভোর হতেই পাড়া প্রতিবেশী, নিকটবর্তী সম্ভাব্যস্থানে খোঁজ করেও সন্ধান না পেয়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যোগাযোগ করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও তাঁর স্বামী যাননি, জানান গৌতমের স্ত্রী। তিনি জানান, সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত একটি এজাহার দাখিল করা হয়েছে।

নিখোঁজ গৌতম কলিতা কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানিয়েছে তার মেয়ে। তাই কোনও সহৃদয় ব্যক্তি বাবার খোঁজ পেলে নিকটবর্তী থানা কিংবা তাদের পরিবারের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার বিনম্র অনুরোধ জানিয়েছে গৌতমের মেয়ে। এদিকে স্থানীয় থানার পুলিশ নিখোঁজ ব্যক্তির অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

মহারাজগঞ্জবাজারে বিলেতি মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। লক ডাউন চলাকালেও রাজধানী আগরতলা শহরে নেশা কারবারীদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে। নেশা কারবারীরা নানা কৌশলে তাদের নেশা কারবার অব্যাহত রেখেছে। মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়ে পুলিশ একটা দোকান থেকে ৩০০ বোতল বেআইনিভাবে মজুত রাখা বিলিতি মদ উদ্ধার করেছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পূর্ব থানার পুলিশ মহারাজগঞ্জ বাজারের ওই দোকানে হানা দেয় বলে জানা গেছে। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে হানা দিয়ে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। বিলেতি মদ উদ্ধার করা হলেও এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতারের সংবাদ নেই। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পূর্ব থানার পুলিশ জানিয়েছে।

উল্লেখ্য রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারসহ বিভিন্ন জায়গায় একইভাবে বেআইনিভাবে প্রচুর পরিমাণে ফেনসিডিলসহ অন্যান্য দেশের সামগ্রিক মজুদ রেখে চলেছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নানা কৌশলে ন্যাশনাল কারবারিরা তাদের নেশা কারবার লকডাউন এর মধ্যেও চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে নেশার কবলে পড়ে যুব সমাজ ধ্বংসের মুখে ধাবিত হচ্ছে। পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযান আরো কঠোর করার জন্য বিভিন্ন সচেতন মহল থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

উত্তর জেলার পুলিশ সুপারকে পুরস্কৃত করল নির্বাচন দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুন।। ত্রিপুরায় আশ্রিত মিজোরামের রিয়াং শরণার্থীদের সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সুযোগ দেওয়ায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তীকে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর থেকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। উল্লেখ্য ত্রিপুরায় অবস্থানরত মিজোরামের রিয়াং শরণার্থীরা দীর্ঘ বছর ধরে ত্রিপুরায় অবস্থান করছেন। তাদের ভোটাধিকার নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে রিয়াং জনগণকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন। আশ্বাস মতো নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এরই সুবাদে নির্বাচন দপ্তর উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তীকে পুরস্কৃত করে।

দিব্যাঙ্গ ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ নলবাড়িতে

নলবাড়ি (অসম), ৯ জুন (হি.স.) : দিব্যাঙ্গ ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে নলবাড়ি জেলার ১৯ নম্বর ছটাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে।

অভিযোগ, জেলার ১৯ নম্বর ছটাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধমধমা মাহেনার বাসিন্দা দিব্যাঙ্গ জনৈক তারিণী কলিতাকে সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগ থেকে প্রত্যেক মাসে অর্থ সাহায্য দেওয়া হত। ২০১৭ সালের আগে পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে চেক-এর মাধ্যমে সরকারি টাকা পেতেন তিনি। কিন্তু ২০১৭ সাল থেকে সরকারের নিয়ম অনুসারে তাঁদের কাছ থেকে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বর চাওয়া হয়। তার পর বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাঙ্কের ৭০৮৩০২৯০০০৮৬৮ অ্যাকাউন্ট নম্বর জমা দেন তিনি। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বর দেওয়ার পর থেকেই তিনি মাসিক ভাতা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন।

পরে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা যায়, তাঁর নামে জমাকৃত টাকাগুলি ওই গ্রামেরই জনৈক প্রফুল্ল বৈশ্য নামের সচ্ছল ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে গিয়ে জমা পড়ছে। প্রফুল্ল বৈশ্যের কাছে গিয়ে দিব্যাঙ্গ তারিণী কলিতা তাঁর টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছেলিনে। কিন্তু তাঁকে ধমক দিয়ে ফিরিয়ে পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী। এ ব্যাপারে পুলিশকে অবগত করা হয়েছে। কিন্তু তারাও নির্লিপ্ত. অভিযোগ করেছেন তারিণী। এখনও তিনি সরকারের টাকা পাওয়ার আশায় বুক বেঁধে আছেন।

লাদাখে চীনা আগ্রাসন নিয়ে সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি. স.): পূর্ব লাদাখে মূল নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চিনা অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এর বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। লাদাখে চিন অনুপ্রবেশ করে ভারতীয়দের দখল করে নিয়েছে কিনা তা স্পষ্ট করুক কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলে দাবি করেছেন তিনি।মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, হাত চিহ্নকে লক্ষ্য করে কটাক্ষ করার কাজ শেষ হলে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর জানানো উচিত আদৌ অনুপ্রবেশ করে চিন ভারতীয় ভূখন্ড দখল করেছে কিনা।

এই প্রসঙ্গে সোমবারও সরব হয়েছিলেন রাহুল গান্ধী।এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন সীমান্তে কি হচ্ছে তার বাস্তবতা সবাই জানে। কিন্তু নিজের মনকে খুশি করার জন্য এই ধরনের খেয়াল রাখাটা ভাল। ওইদিন মহারাষ্ট্রবাসীদের উদ্দেশ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দেওয়া ভাষণে রাজনাথ সিং জানিয়েছিলেন, ভারত-চিন সীমান্ত নিয়ে কংগ্রেসের বহু নেতাই জানতে চাইছে। কিন্তু দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সংসদের মধ্যেই হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ব লাদাখের মূল নিয়ন্ত্রণরেখায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারত ও চিনা সেনা। এই বিষয়ে সামরিক পর্যায় গত শনিবার দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়। ওই আলোচনার পুনর্বিন্যাস করতে সোমবার তিন বাহিনীর প্রধান এবং সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত কে নিয়ে বৈঠকে বসেন রাজনাথ সিংহ।

নেপাল নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি. স.): চিনের পর এবার নেপাল নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করতে কেন্দ্রের কাছে আর্জি জানাল কংগ্রেস।মানচিত্রে ভারতীয় ভূখণ্ডকে নিজেদের বলে দাবি করেছে নেপাল। কোন সাহসে প্রতিবেশী দেশ এমন কাজ করল তা দেশবাসীকে জানানো উচিত কেন্দ্রের।এই প্রসঙ্গে যদি নেপাল নিজেদের সংবিধান সংশোধন করে তবে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহই উঠবে বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। নিজের টুইট বার্তায় কংগ্রেস মুখপাত্র লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের উচিত দেশের হিতের জন্য আরও মনোযোগী হওয়া। কিসের ভিত্তিতে ভারতীয় ভূখণ্ডকে নিজেদের বলে মানচিত্রে দাবি করেছে নেপাল। এর কৈফিয়ৎ কেন্দ্রকে দিতে হবে।

অপর একটি টুইটে তিনি লিখেছেন, কালাপানি, লিপুলেক, লিম্পিইয়াধুরা হচ্ছে ভারতের অভিন্ন অঙ্গ। তা কি করে বন্ধু দেশ নেপাল নিজেদের বলে মানচিত্রে দাবি করেছে। এই নিয়ে যদি নেপাল সংবিধান সংশোধন করে ফেলে তবে কি পরিস্থিতি আর ভয়াবহ হয়ে উঠবে না? রাষ্ট্রহিতের জন্য কেন্দ্র কি করছে তা স্পষ্ট হওয়া উচিত জনগণের কাছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, নেপাল এবং চীন প্রসঙ্গে এর আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর সঙ্গে টুইটারে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।

৩৩১ বেড়ে ভারতে করোনায় মৃত্যু ৭,৪৬৬ জনের, সংক্রমিত ২,৬৬,৫৯৮ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৯ জুন (হি.স.): ভারতে রোজই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। সেই বৃদ্ধির ধারা মঙ্গলবারও অব্যাহত রইল। আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধিতেও উদ্বেগ বাড়ছে দেশে।

এক ধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯,৯৮৭। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৩৩১ জন করোনা-সংক্রমিত রোগীর। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৭,৪৬৬ এবং সংক্রমিত ২,৬৬,৫৯৮ জন। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা রোজদিন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়লেও, আক্রান্তদের সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যাটাও কম না। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এটাই কিছুটা আশার আলো। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১,২৯,২১৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২,৬৬,৫৯৮ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১, ২৯,৯১৭)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭, ৪৬৬।

এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,২৯,২১৫ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৭,৪৬৬ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৪ জনের, বিহারে ৩১ জনের, চন্ডীগড়ে ৫ জন, ছত্তিশগড়ে ৪ জন, দিল্লিতে ৮৭৪ জনের, গুজরাটে ১২৮০ জনের, হরিয়ানায় ৪৯ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৫ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৪৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৭ জনের, কর্ণাটকে ৬৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১৬ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৪১৪ জন, মহারাষ্ট্রে ৩,১৬৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ৯ জনের, পঞ্জাবে ৫৪ জন, রাজস্থানে ২৪৬ জনের, তামিলনাড়ুতে ২৮৬ জন, তেলেঙ্গানায় ১৩৭ জন, উত্তরাখণ্ডে ১৩ জন, উত্তর প্রদেশে ২৮৩ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪০৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

জম্মু-কাশ্মীরে ৩.৯ তীব্রতার ভূকম্পন, উৎসস্থল শ্রীনগরের কাছেই

শ্রীনগর, ৯ জুন (হি.স.): ফের মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। মঙ্গলবার সকালে হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৯। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্পের উৎসস্থল শ্রীনগরের কাছেই।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৮.১৬ মিনিট নাগাদ ৩.৯ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল শ্রীনগর থেকে ১৫ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পূর্বে, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৮.১৬ মিনিট নাগাদ ৩.৯ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩৪.২১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৪.৮৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, গান্ডেরবাল থেকে ৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং শ্রীনগর থেকে ১৪ কিলোমিটার উত্তরে। মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

পাকিস্তানে করোনায় সংক্রমিত বেড়ে ১,০৮,৩১৭, মৃত্যু ২,১৭২ জনের

ইসলামাবাদ, ৯ জুন (হি.স.): পাকিস্তানে দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। মঙ্গলবার সকাল দশটা পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১, ০৮,৩১৭-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৪০,৮১৯ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৩৯,৫৫৫ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ১৪, ০০৬, বালোচিস্তানে ৬,৭৮৮, ইসলামাবাদে ৫,৭৮৫, গিলগিট-বালতিস্তানে ৯৫২, আজাদ কাশ্মীরে ৪১২।

পাকিস্তানে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২, ১৭২ জনের। পাক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৬৭৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৬৮৩, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৫৮৭, বালোচিস্তানে ৫৪, ইসলামাবাদে ৫২, গিলগিট-বালতিস্তানে ১৪ জন এবং আজাদ কাশ্মীরে ৯ জন মারা গিয়েছেন।

ফের মহার্ঘ্য পেট্রোল-ডিজেল, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে দুঃশিন্তায় মধ্যবিত্ত

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৯ জুন (হি.স.): ফের দাম বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের। এই নিয়ে পরপর তিন-দিন, রবিবার ও সোমবারের পর মঙ্গলবারও মহার্ঘ্য হল জ্বালানি তেল। মঙ্গলবার দিল্লি, কলকাতা, মুম্বইয়ে ও চেন্নাইয়ে দাম বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের। ০.৫৪ পয়সা দাম বৃদ্ধির পর মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে ৭৩.০০ টাকায়, কলকাতায় ০.৫২ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম ৭৪.৯৮ টাকা, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ০.৫২ পয়সা ও চেন্নাইয়ে ০.৪৮ পয়সা করে বাড়ার পর পেট্রোল ও ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৮০.০১ টাকা এবং ৭৭.০৮ টাকা।

পেট্রোলের পাশাপাশি দাম বেড়েছে ডিজেলেরও। মঙ্গলবার ০.৫৮ পয়সা বাড়ার পর দিল্লিতে লিটার প্রতি

ছয়ের পাতায় দেখুন

দরিদ্র মানুষের অধিকার নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করুন, মমতাকে আক্রমণ অমিত শাহের

কলকাতা, ৯ জুন (হি.স.): দরিদ্র মানুষের অধিকার নিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ করুন মমতা দিদি। আপনি অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে রাজনীতি করতে পারেন, তবে "স্বাস্থ্য" নিয়ে মোটেও নয়। মঙ্গলবার "পশ্চিমবঙ্গ জনসম্পর্ক জনসভা"-য় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করে এমনই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেন, বাংলার দরিদ্র জনগণের কি নিখরচায় ও উন্নতমানের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার নেই? তাহলে কেন আপনি এখানে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অনুমতি দেবেন না। এছাড়াও বঙ্গ রাজনীতিতে হিংসা, শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন-সহ অন্যান্য ইস্যুতে মমতাকে খোঁচা দিয়েছেন অমিত শাহ।

মঙ্গলবার বেলা এগারোটায় ভার্চুয়াল জনসভায় বক্তব্য রাখার শুরুতেই কোভিড-১৯ এবং আমফান ঘূর্ণিঝড়ের কারণে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে শতাধিক বিজেপি কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। সোনার বাংলার উন্নয়নে তাঁরা যে অবদান রেখেছেন আমি তাদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। ২০১৪ সাল থেকে সোনার বাংলা গড়তে শতাধিক বিজেপি কর্মীরা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তীব্র আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেন, বঙ্গই একমাত্র যেখানে সাম্প্রদায়িক হিংসা এখনও চলছে, এটা বন্ধ করা উচিত। আমি আশ্বস্ত করছি যে বিজেপি এখানে শুধুমাত্র একটি বিপ্লব বা রাজনীতি করার জন্য নয়, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যবাহী বাংলা গড়ার সংকল্প নিয়েছে। আমরা আবার সোনার বাংলা তৈরি করতে চাই। আমি বাংলার জনগণকে বলতে চাই যে, বিজেপি সারা দেশ থেকে ৩০৩ টি আসন পেয়েছে। তবে আমার মতো একজন কর্মীর পক্ষে বাংলার ১৮ টি আসন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার ভূয়সী প্রসংশা করে অমিত শাহ বলেছেন, "জনসংযোগের ইতিহাস যখন লেখা হবে, তখন নাড্ডা জির নেতৃত্বে বিজেপি দ্বারা এই ভার্চুয়াল সমাবেশগুলিকে একটি বিশেষ অধ্যায় হিসাবে লেখা হবে। মোদী সরকারের ছয় বছর ভারতকে প্রতিটি পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এটি সারা দেশে সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা হয়েছে। ছয় বছরে, আমরা নতুন ভারত তৈরিতে এগিয়ে গিয়েছি। মোদী জি ২০১৪ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ও ২০১৮ সালে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন এবং মোদী সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এই ৬ বছর প্রতিটি উপায়ে ভারতে অগ্রগতির ৬ বছর হয়েছে। এই ৬ বছর হয়েছে ভারতের সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য।"

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেন, বাংলার দরিদ্র জনগণের কি নিখরচায় ও উন্নতমানের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার নেই? তাহলে কেন আপনি এখানে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অনুমতি দেবেন না। মমতা দিদি, দরিদ্র মানুষের অধিকার নিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ করুন। আপনি অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে রাজনীতি করতে পারেন, তবে "স্বাস্থ্য" নয়। আমাদের দলের জন্য এটি গর্বের বিষয় যে, আমাদের দলের প্রথম সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছিলেন এবং দেশের একতার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। অমিত শাহ আরও বলেন, অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল করা হয়েছে এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে মূলধারায় যুক্ত করা হয়েছে। মমতা দিদি আপনি আমাদের হিসাব চান, আমি তো হিসাব নিয়ে এসেছি। কিন্তু আপনিও কাল সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের সরকারের হিসাব দিন। অমিত শাহ ভার্চুয়াল জনসভায় বলেন, তিনি সিএএ-এর বিরোধিতা কেন করছেন তা ওনার পরিষ্কার হওয়া দরকার। নমশূদ্র এবং অন্যান্য অন্যান্য সম্প্রদায় যদি দেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে বসবাস করে তবে আপনার সমস্যা কী? বাংলার মানুষও আপনাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করছে। আপনাকে উত্তর দিতে হবে। আমি আবার মমতা দিদিকে অনুরোধ করছি - আপনি যদি আমাদের কৃষকদের তালিকা পাঠান, তবে আমরা তাদের ৬, ০০০ টাকা পাঠাবো। কেন আপনি আপনার কৃষকদের সরকারের কাছ থেকে সহায়তা পেতে বাধা দিচ্ছেন? অমিত শাহ বলেন, বাংলায় প্রায় ৮,০০০ কোটি টাকার পিডিএসের মাধ্যমে ৩.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়েছে। এটি আমরা রাজ্য সরকারকে যে সহায়তা দিয়েছি তারও ওপরে। শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, উত্তর প্রদেশ ১৭০০ ট্রেন পেয়েছে, বিহার ১৫০০, কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম বাংলার জন্য ট্রেনের নামকরণ মমতা দিদি যখন "করোনা এক্সপ্রেস" রাখলেন। আমরা এর নাম রেখেছিলাম "শ্রমিক স্পেশাল" ট্রেন। আপনার দেওয়া "করোনা এক্সপ্রেস" নামটি, মমতা দিদি আপনার প্রস্থান পথে পরিণত হবে। আপনি অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষতস্থানে নুন ছেটানোর কাজ করেছেন এবং তারা এটি ভুলে যাবেন না।

৫ বেড়ে রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু ২৫১ জনের, সংক্রমিত ১১,০২০

জয়পুর, ৯ জুন (হি.স.): রাজস্থানে এক ধাক্কায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১৪৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। নতুন করে ১৪৪ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১১,০২০। মঙ্গলবার রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ১৪৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ১৩৪ জনের মধ্যে আলওয়ারে ১১ জন, বারমের-এ ৪ জন, ভরতপুরে ৩০ জন, চুরুতে ৭ জন, দৌসায় ৩ জন, জয়পুরে ৬১ জন, যোধপুরে ৮ জন, কোটায় ৬ জন, সিকারে ৫ জন, জালোরে ও ঝালাওয়ারে দু"জন করে আক্রান্ত এবং বিকানের, দুঙ্গারপুর, গঙ্গানগর ও সওয়াই মাধোপুরে একজন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১১, ০২০-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮,১৮২ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ২৫৮৭ এবং ২৪ ঘন্টায় ৫ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৫১ জনের।

অমিত শাহের ভার্চুয়াল সভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বাম নেতৃত্ব

কলকাতা, ৯ জুন (হি. স.) : হাতছাড়া হচ্ছে ভোটব্যাঙ্ক। তাই নামো এবার রাস্তায়। মঙ্গলবার বিজেপি নেতা অমিত শাহের ভার্চুয়াল সভার বিরুদ্ধে কলকাতার রাস্তায় প্রতিবাদে নামলেন বাম নেতৃত্ব।

রবি সন্ধ্যাতেই বাম ছেড়ে রামের শিবিরে যোগ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন বাম সাংসদ তথা এশিয়াডে জোড়া সোনা জয়ী ক্রীড়াবিদ জ্যোতির্ময়ী শিকদার। বামেদের একদা এই সোনার মেয়েকেই একদিন সোনার মুকুট নিজের হাতে পড়িয়ে দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সেই সোনার মেয়ে এদিন শিবির বদল করার ইঙ্গিত দিতেই নড়চড়ে বসতে বাধ্য হলেন বাম নেতারা।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকেই চোখে পড়ছিল নিঃশব্দে এই রাজ্যে নিজেদের পায়ের তলার জমি বাড়িয়ে চলেছে বিজেপি। আর সেই জমি বাড়ছে বামেদের কাছ থেকে জমি কেড়েই। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বামেদের আসন যেখানে এরাজ্যে শূন্য, বিজেপি সেখানেই ১৮। আর সব থেকে মজার কথা যেখানেই বামেরা ভোট ধরে রাখতে পেরেছে নিজেদের স্বপক্ষে সেখানেই মাথা তুলতে পারেনি বিজেপি। আর যেখানে যেখানে বাম ভোট চলে গিয়েছে গেরুয়া শিবিরে সেখানে সেখানেই জিতে গেছে বিজেপি।মোদী জমানায় বামেদের এই রাজ্যে কোনও দিনই গেরুয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা যায়নি যতটা না তাঁরা সরব হয়েছেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপির বিরুদ্ধে এই রাজ্যে লড়াইটা এখনও একাই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মমতা বিরোধীতার সুর জিইয়ে রেখেও নিজেদের ভোটব্যাংক আর আগলে রাখতে পারছেন না বাম নেতারা। ক্রমশই তা চলে যাচ্ছে গেরুয়া শিবিরে। এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই রাজ্য রাজনীতি থেকেই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবেন রাজ্যের ৩৪ বছরের শাসকেরা।এটাই এখন ভাবাচ্ছে বামেদের। এদিন অমিত শাহ ভার্চুয়াল সভা করে এই রাজ্যে ভোট প্রস্তুতি শুরু করে দেবেন। সেই প্রস্তুতিতে থাকবে নিজেদের আরও শক্তিশালী হিসাবে গড়ে তোলা। বিজেপি শুধু যে তৃণমূল ভাঙিয়েই বড় হচ্ছে তা নয়, ভাঙাচ্ছে তাঁরা বামেদেরও। তাই এদিন থেকেই পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামেন বিমান, সূর্য, সেলিমেরা। এদিন বেলা ১১টা থেকে ১২টা অবধি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানায় বামেরা। এই বিষয়ে মহম্মদ সেলিম জানিয়েছেন, 'অমিত শা-র ভার্চুয়াল জনসভার সময়ে রাজ্য জুড়ে পথে নামে সিপিএম। এতদিন অমিত শাহের টিকি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। মধ্যপ্রদেশের সরকার ভাঙা ও নমস্তে ট্রাম্পের পর আর তাঁকে দেখাই যাচ্ছিল না। অমিত শাহ যেখানকার সাংসদ, সেই আমেদাবাদে করোনা মৃত্যুর হার সর্বাধিক। এখন পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের ভোট রাজনীতি করতে, গুজরাটের বিধায়ক কেনাবেচা করতে সক্রিয় হয়েছেন। মানুষের সামনে যাওয়ার সাহস।

পুঞ্চে ফের সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন, পাকিস্তানকে যোগ্য প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ৯ জুন (হি.স.): বিনা প্ররোচনায় সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ মঙ্গলবার সকাল ৬.৩০ মিনিট থেকে শুরুঃ হয় গুলিবর্ষণঊ পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ এদিনের পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ৬.৩০ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলিবর্ষণ শুরু করে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ এদিনের হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই ঠিকই, তবে ভীত-আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষজন।

সন্দেহজনক বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার! বারামুল্লা-হান্দওয়ারা হাইওয়েতে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন

শ্রীনগর, ৯ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার রফিয়াবাদে রাস্তার ধারে বাগান থেকে সন্দেহজনক বস্তু (বিস্ফোরক পদার্থ) উদ্ধার করল ভারতীয় সেনাবাহিনীর রোড ওপেনিং পার্টি (আরওপি)। মঙ্গলবার সকালে রফিয়াবাদের ত্রাগপোরা এলাকায়, বারামুল্লা-হান্দওয়ারা হাইওয়ের ধারে বাগানে সন্দেহজনক বিস্ফোরক পদার্থ পড়ে থাকতে দেখে সেনাবাহিনীর রোড ওপেনিং পার্টি (আরওপি)। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে।

এছাড়াও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।